SAFER ACCESS
SAVING LIVES

সুরক্ষা-নিরাপত্তা

নীতিমালা ও নির্দেশনা

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি

সুরক্ষা-নিরাপত্তা
নীতিমালা ও নির্দেশনা

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি

সুরক্ষা-নিরাপত্তা নীতিমালা ও নির্দেশনা
বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি

সমন্বয়

সেফার অ্যাকসেস স্টিয়ারিং কমিটি (এসএএসসি)

এম. এ. হালিম, পরিচালক
নাজমুল আজম খান, পরিচালক
সিকদার মোকাদ্দেস আহমেদ, পরিচালক
মোঃ বেলাল হোসেন, পরিচালক
মোঃ আফসার উদ্দিন, পরিচালক
ডাঃ শাহানা জাফর, উপ-পরিচালক
এ কে এম মহসিন, সহকারী পরিচালক
মোঃ তরিকুল ইসলাম, সেফার অ্যাকসেস সমন্বয়কারী
কাকলী রানী দাস, কো-অপারেশন অফিসার (আইসিআরসি)
আরিফুর রহমান, সিকিউরিটি ম্যানেজার (আইএফআরসি)

প্রকাশ

জুন ২০১৯

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন

এ কে এম হারুন আল রশিদ

সহযোগিতা

আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি (আইসিআরসি)
আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট ফেডারেশন (আইএফআরসি)
আমেরিকান রেড ক্রস
ব্রিটিশ রেড ক্রস
জার্মান রেড ক্রস

প্রচ্ছদ ও ডিজাইন

রণজিত রায়

মুদ্রণ

সিটি আর্ট প্রেস

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি সরকারের সহায়ক সংস্থা হিসেবে তার সূচনালগ্ন থেকেই বিভিন্ন দুর্যোগ ও জরুরি/মানবিক সংকটকালে, বিশেষ করে প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্ট দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপদাপন্ন মানুষের পাশে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে আসছে। সোসাইটির কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ মানবিক সেবা প্রদানের সময়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজেদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার বিষয়টিকে অবজ্ঞা করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি'র (আইসিআরসি) সহযোগিতায় ২০১২ সাল থেকে নিরাপদ অভিগম্যতা কাঠামোর (Safer Access Framework) আওতায় কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা প্রসারের লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। উল্লেখ্য যে, নিরাপদ অভিগম্যতা কাঠামোর, যা ২০০২-২০০৩ সালে আইসিআরসি'র উদ্যোগে এবং আইএফআরসি ও জাতীয় সোসাইটিসমূহের সহযোগিতায় প্রণীত, মূল উদ্দেশ্য হ'ল যে কোন সংবেদনশীল ও অনিরাপদ পরিস্থিতিতে জাতীয় সোসাইটির কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ কর্তৃক নিজেদেরকে নিরাপদ রেখে মানবিক সহায়তা প্রদান করা। এই উদ্যোগেরই অংশ হিসেবে সোসাইটির কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য একটি 'সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নীতিমালা ও নির্দেশনা' (Safety & Security Policy and Guideline) তৈরির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি থেকে এই নীতিমালা ও নির্দেশনা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

দীর্ঘ প্রক্রিয়া অনুসরণ এবং সোসাইটির সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের (ইউনিট, কর্মকর্তা-কর্মচারী, স্বেচ্ছাসেবক, কমিউনিটি এবং রেড ক্রস রেড ক্রিসেন্ট সহযোগীবৃন্দ) সাথে সমন্বয় করে এই নীতি ও নির্দেশনাটি চূড়ান্ত করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে সকল স্তরের কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকরা এই 'সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নীতিমালা ও নির্দেশনা' (Safety & Security Policy and Guideline) টি তাদের সব ধরনের মানবিক দায়িত্ব পালনের সময়ে বিবেচনায় রাখবেন এবং এতে উল্লেখিত নির্দেশনা অনুসরণ করবেন। প্রত্যাশা করা যায়, এটি গুরুত্বের সাথে অনুসরণ করলে কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকরা নিজেদেরকে নিরাপদ রেখে দক্ষ, নির্বিঘ্ন ও কার্যকর সেবা প্রদানে সক্ষম হবেন।

আমি এই নীতি ও নির্দেশনাটি প্রণয়ন থেকে প্রকাশ পর্যন্ত সার্বিক প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। একই সাথে এটি প্রকাশে সহযোগিতা প্রদানের জন্য আইসিআরসি, আইএফআরসি, আমেরিকান রেড ক্রস, ব্রিটিশ রেড ক্রস ও জার্মান রেড ক্রসকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

মোঃ ফিরোজ সালাহ্ উদ্দিন
সেক্রেটারি জেনারেল

সূ | চি | প | ত্র

প্রথম ভাগ : সুরক্ষা- নিরাপত্তা নীতিমালা

সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সংজ্ঞা ৯
পরিধি ৯
সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নীতিমালা ৯-১২

দ্বিতীয় ভাগ : সুরক্ষা- নিরাপত্তা নির্দেশনা

নির্দেশিকার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও ব্যবহারকারীদের জন্য নির্দেশনা ১৫
বর্ণিত নির্দেশনাসমূহের গোপনীয়তা ১৬
আনুগত্য ও বাধ্যবাধকতা ১৬

অধ্যায় ১: বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির প্রদত্ত ক্ষমতা ও মূলনীতিসমূহ

১.১ বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির আইনানুগ ভিত্তি ১৭
১.২ বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এবং এর কার্যক্রম ১৭
১.৩ আদর্শ ও মূলনীতি ১৮
১.৪ আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলন ১৮
১.৫ রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনের প্রতীক ১৯
১.৬ রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিধি এবং সম্পূরক ব্যবস্থাদি ১৯
১.৭ স্বেচ্ছামূলক সেবা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সহজাত ঝুঁকিসমূহ ২০
১.৮ নিরাপদ প্রবেশগম্যতার ধারণা ২০-২১

অধ্যায় ২: সর্বজনীন আচরণ ও ব্যবহার

২.১ ভাবমূর্তি ও সুখ্যাতি ২২
২.২ অভিযোজন ও মান্যতা ২২
২.৩ সংস্কৃতি ও নৃতাত্ত্বিক আদর্শ ২২
২.৪ আচরণ বিধি ২২
২.৫ মানবিক কর্মকাণ্ডে জবাবদিহিতা এবং গুণগত মূল আদর্শমান ২৩
২.৬ সতর্কতা ও তত্ত্বাবধান ২৩-২৮

অধ্যায় ৩: সার্বিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তা

৩.১	পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ও তথ্য সংগ্রহ	২৫
৩.২	প্রতিবেদন প্রদান	২৫-২৬
৩.৩	শনাক্তকরণ	২৬-২৭
৩.৪	সাধারণ সতর্কতা	২৭
৩.৫	নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাদি	২৮
৩.৬	দায়িত্ব পালন	২৮
৩.৭	গোপনীয়তা	২৮-২৯
৩.৮	যোগাযোগ	২৯
৩.৯	ক্ষতিগ্রস্ত সমাজের সাথে যোগাযোগ	২৯
৩.১০	আইন প্রয়োগকারী সংস্থা/সশস্ত্র বাহিনীর সাথে সমন্বয় সাধন	৩০-৩২

অধ্যায় ৪: অনভিপ্রেত ঘটনা

৪.১	সশস্ত্র ডাকাতি	৩৩
৪.২	চুরি ইত্যাদি	৩৩-৩৪
৪.৩	রাজনৈতিক সহিংসতা, হরতাল, মারমুখী আচরণ, ভয়ভীতি প্রদর্শন/দাঙ্গা ইত্যাদি	৩৪
৪.৪	গোলাগুলি	৩৪-৩৫
৪.৫	অতর্কিত আক্রমণ	৩৫
৪.৬	মাইন, অবিস্ফোরিত গোলাবারুদ, বুবি ট্রাপ ইত্যাদি৬	৩৫-৩৬
৪.৭	অপহরণ/জিম্মিকরণ	৩৬-৩৭

অধ্যায় ৫: মাঠ পর্যায়ে ভ্রমণ

৫.১	মাঠ সফরের নির্ধারিত ফর্ম	৩৮
৫.২	যানবাহনে চলাচলের ক্ষেত্রে সতর্কতা	৩৮-৩৯
৫.৩	গাড়িতে ভ্রমণ সংক্রান্ত বিধিসমূহ	৩৯-৪০
৫.৪	অন্যান্য মাধ্যমে ভ্রমণ	৪০-৪১

অধ্যায় ৬: তথ্য ও যোগাযোগ বিষয়ে সুরক্ষা ও নিরাপত্তা

৬.১	কম্পিউটার প্রোগ্রামিং, যন্ত্রাদি ও তথ্যাদি সুরক্ষা	৪২-৪৩
৬.২	মোবাইল/স্যাটেলাইট ফোনের ব্যবহার	৪৩

৬.৩ রেডিও সেটের ব্যবহার ৪৩

অধ্যায় ৭: সোসাইটির অবকাঠামো এবং সম্পদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা

৭.১ সংস্কার ও রেট্রোফিটিং ৪৪
৭.২ ভবন নির্মাণ বিধিমালা ৪৪
৭.৩ অন্যান্য সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ৪৫

অধ্যায় ৮: অপসারণ প্রক্রিয়া পরিচালনাকালে সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বিধান

৮.১ অপসারণ প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ ৪৬
৮.২ অপসারণ প্রক্রিয়ায় নিরাপত্তামূলক বিষয়াদি ৪৬

অধ্যায় ৯: দুর্যোগ পরবর্তী মনস্তাত্ত্বিক সহযোগিতা

৯.১ দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে মানসিক আঘাতের কারণ ৪৭
৯.২ মানসিক আঘাতের লক্ষণ ও চিহ্ন ৪৭
৯.৩ মানসিক সান্ত্বনা ও চিকিৎসা ৪৭-৪৮
৯.৪ উদ্ধারকারী বা স্বেচ্ছাসেবকের করণীয় ৪৮
৯.৫ সতর্কতা ও বিপজ্জনক অবস্থা ৪৮

সংযুক্তি:

১) আন্তর্জাতিক রেডক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনের নীতিমালা-(সংযুক্তি ১) ৪৯-৫০
২) আইসিআরসি, আইএফআরসি এবং জাতীয় রেড ক্রস/রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিসমূহ-(সংযুক্তি ২) ৫১
৩) আচরণ বিধি-(সংযুক্তি ৩) ৫২
৪) মানবিক কর্মকাণ্ডে জবাবদিহিতা এবং গুণগত মূল আদর্শমান-(সংযুক্তি ৪) ৫৩-৫৪
৫) নিরাপদ অভিগম্যতা-(সংযুক্তি ৫) ৫৫-৫৮
৬) ভ্রমণ বিষয়ক অনুরোধ পত্র-(সংযুক্তি ৬) ৫৯
৭) আকস্মিক ঘটনা প্রতিবেদন ছক-(সংযুক্তি ৭) ৬০
৮) জরুরি যোগাযোগ তালিকার নমুনা-(সংযুক্তি ৮) ৬১
৯) যা করবেন এবং যা করবেন না-(সংযুক্তি ৯) ৬২-৬৪

সুরক্ষা-নিরাপত্তা নীতিমালা

প্রথম ভাগ

১ সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সংজ্ঞা

জাতীয় রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিসমূহ বড় ধরনের প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ বিশেষত, ঘূর্ণিঝড়, সশস্ত্র যুদ্ধ, সশস্ত্র রাজনৈতিক বা বেসামরিক সশস্ত্র সংগ্রাম ও অস্থিরতা নিরসনে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। মানবিক সাহায্য কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে মাত্রাতিরিক্ত স্পর্শকাতরতা ও নিরাপত্তাহীনতায় ঝুঁকি ও সমূহ ক্ষতির মুখোমুখি হয়ে জাতীয় সোসাইটির কর্মকর্তা, কর্মচারী, স্বেচ্ছাসেবক ও উপকারভোগীদের স্ব স্ব কাজ চালিয়ে যেতে হয়। জনগোষ্ঠীকে সহায়তা প্রদান করার জন্য নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত অভিগম্যতা নিশ্চিত করাই হচ্ছে সুরক্ষা ও নিরাপত্তা। দুর্যোগকালে, দুর্যোগত্তর সাড়াদান ও স্বাভাবিক সময়ে নিজেকে সুরক্ষিত রেখে নিরাপদ পরিবেশে কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত করাই সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নীতিমালার বৈশিষ্ট্য।

২ পরিধি

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির সকল নীতিমালা যা ইতিমধ্যে প্রণীত হয়েছে তা এই সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নীতামালার আওতাধীন এবং সম্পূরক বলে পরিগণিত হবে। সোসাইটির ব্যবস্থাপনা পর্ষদ, নির্বাহী কমিটি, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও স্বেচ্ছাসেবকদের বেলায় এই নীতিমালা প্রযোজ্য হবে। এই নীতিমালা স্পর্শকাতর ও অনিরাপদ পরিস্থিতি যথা- সশস্ত্র সামরিক হামলা, অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও সংঘাত ছাড়াও দৈনন্দন নৈমিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সোসাইটির সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নিরাপদ ও কার্যকর দুর্যোগ প্রস্তুতি প্রয়াসকে আরও জোরদার করবে। সোসাইটি কর্তৃক নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিরাপদ অবস্থান এবং নিরাপত্তা বিধান নিশ্চিতকরণে সোসাইটির এই নীতিমালা কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

৩ সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নীতিমালা

৩.১ আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনের ৭টি মৌলিক নীতিমালা এবং বিপদাপন্নতা কমানোর কাজকে মূল ভিত্তি হিসেবে গণ্য করে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন, অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করা ;

৩.২ বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা বিধি, ১৯৭৩ অনুসারে কার্যক্রম পরিচালনা করা;

৩.৩ 'রেড ক্রিসেন্ট' প্রতীক যা ব্যবহার করার জন্য বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি আইনগতভাবে অধিকারপ্রাপ্ত তা সর্বদা সংরক্ষণ করা বাঞ্ছনীয়। প্রথম জেনেভা কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ৩৮ ও ৪৪ এবং প্রোটোকল ১ এর অনুচ্ছেদ

৮(সি)তে ব্যবহার বিধি স্পষ্টভাবে উদ্ধৃত আছে তা অনুসরণ করা। একাধারে কার্যক্রম পরিচালনাকালীন প্রতীকটির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা, অন্যদিকে অপব্যবহারও রোধ করা;

৩.৪ আইসিআরসি ও আইএফআরসি প্রণীত সেফার অ্যাকসেস ফ্রেমওয়ার্ক (Safer Access Framework) এর প্রতি সম্মত থেকে সোসাইটির প্রেক্ষিত বিবেচনা করে যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং অন্যান্য সংঘাতময় পরিস্থিতিতে সাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে বিষয়টি সোসাইটির কৌশলগত পরিকল্পনায় (Strategic Plan) অন্তর্ভুক্ত করা;

৩.৫ জরুরি দুর্যোগ পরিস্থিতি কিংবা স্বাভাবিক সময়ে সোসাইটির সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নীতিমালা ও নির্দেশিকা (BDRCS Safety & Security Policy and Guidelines) গ্রহণ করে তা কীভাবে প্রয়োগ করা যায় তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৩.৬ সোসইটির সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নীতিমালা ও নির্দেশিকা (BDRCS Safety & Security Policy and Guidelines) সর্ব পর্যায়ে যথা: সোসাইটির ব্যবস্থাপনা পর্ষদ, ইউনিট নির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও স্বেচ্ছাসেবকদের কর্মক্ষেত্রে গৃহীত হওয়া এবং তা মেনে চলা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা;

৩.৭ সোসাইটির সকল স্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও স্বেচ্ছাসেবক যারা জরুরি দুর্যোগ মোকাবিলা কাজে নিয়োজিত হবেন তাদেরকে যথাযথ নিরাপত্তা যন্ত্রপাতি সঙ্গে দেওয়া হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করা;

৩.৮ যে কোন ধরনের সংঘর্ষ, সাম্প্রদায়িক সংঘাত, জাতিগত দাঙ্গা, সীমান্ত সংঘাত এবং অন্যান্য বেসামরিক বিশৃঙ্খলায় প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান, আহতদের স্থানান্তর এবং অন্যান্য সাহায্য প্রদান করতে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, সামরিক বাহিনী, রাজনৈতিক দলপ্র এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও ব্যক্তিবর্গের সাথে যোগাযোগপূর্বক একটি কর্ম পরিকল্পনা (Action Plan) প্রণয়ন করে সংবেদনশীলতার মাত্রা অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করা;

৩.৯ নাগরিক অস্থিরতা যেমন- হরতাল, অবরোধ, জিম্মিদশা, অপহরণ করা, মাইন পোঁতা, অবিস্ফোরিত গোলা বারুদ ইত্যাদি পরিস্থিতিতে মানবিক সেবা প্রদানের জন্য যথাযথ নিরাপত্তা যন্ত্রপাতি, যানবাহন ও মালপত্র সরবরাহের ব্যবস্থা করা;

৩.১০ প্রাকৃতিক দুর্যোগের বাইরে যে কোন ধরনের সংঘাত, হানাহানি, ধ্বংসযজ্ঞ বা জাতিগত কিংবা অভ্যন্তরীণ সহিংসতাকালে ক্ষতিগ্রস্তদের মানবিক সহায়তা প্রদানে আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি (ICRC) ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষমতা বা ম্যান্ডেট সম্পর্কে প্রচার করা;

৩.১১ সোসাইটির মানব সম্পদ নীতিমালা (HR Policy) বিশেষত চাকুরি বিধি

ও আচরণ বিধিতে (Code of Conduct) সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা;

৩.১২ ত্রাণ সামগ্রী, ঔষধপত্রাদি সংরক্ষণের সময় নিরাপত্তা বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা;

৩.১৩ জাতীয় সদর দপ্তরে দেশি ও বিদেশি প্রতিনিধিদের (ICRC, IFRC, PNS) দায়িত্ব পালনকালে তাদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনায় এনে বহিরাগতদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা, সম্ভাব্য নিরাপত্তার ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্ক পর্যবেক্ষণ করা এবং সোসাইটির জাতীয় সদর দপ্তর ও অন্যান্য কোন কার্যালয়ে কোন ব্যক্তি বা যানবাহনের প্রবেশানুমতি সংরক্ষিত রাখা;

৩.১৪ দুর্যোগ পূর্ব ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে কাজ করার জন্য একটি যান বহর চিহ্নিত করে তার মান ও প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্রাদি যথাযথ আছে কিনা তা নিশ্চিত হয়ে দুর্যোগের আশঙ্কাপূর্ণ সময়ের জন্য প্রস্তুত রাখা ;

৩.১৫ সোসাইটির ইউনিট ও জাতীয় সদরের স্বেচ্ছাসেবক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও যানবাহনের ড্রাইভার ও হেলপারদের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, জরুরি সাড়াদান প্রশিক্ষণের অতিরিক্ত প্রাথমিক চিকিৎসা, ভূমিকম্প সাড়াদান ও পাহাড় ধস প্রস্তুতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

৩.১৬ জাতীয় সদর দপ্তরসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহে অগ্নি নির্বাপন যন্ত্রপাতি স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা;

৩.১৭ জাতীয় সদর দপ্তরসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহে CCTV স্থাপন করা এবং নিয়মিত পরিবীক্ষণ করে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

৩.১৮ সোসাইটির প্রশিক্ষণ কোর্সে নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল অনুযায়ী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;

৩.১৯ নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ/অবহিতকরণ এর পর তা যাতে জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলা বা স্বাভাবিক সময়ে প্রয়োগ করা যায় তার ব্যবস্থা করা;

৩.২০ সোসাইটির মাঠ পর্যায়ের কর্মসূচি ও প্রকল্পের স্বেচ্ছাসেবক যারা মাঠ পর্যায়ে কাজ করে তাদেরকে নিজ নিরাপত্তা বিষয়ে অবহিত হয়ে অন্যের নিরাপত্তার জন্য কাজ করা;

৩.২১ দুর্যোগে সাড়াদান কার্যক্রম পরিচালনাকালে Incidence Commanding System কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করে কার্যক্রম পরিচালনা করা;

৩.২২ কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সোসাইটির কর্মকর্তা ও স্বেচ্ছাসেবকদের লিঙ্গ বৈষম্য ও সংবেদনশীলতা অনুধাবন করে কর্মক্ষেত্রে তার প্রয়োগ করা;

৩.২৩ কর্মকর্তা, কর্মচারী, স্বেচ্ছাসেবক যারা ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করে তাদেরকে সোসাইটি কর্তৃক দুর্ঘটনা বীমা বা গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স চালু এবং সোসাইটির ড্রাইভার,

হেলপার, যাত্রী ও যানবাহনের বীমা করার ব্যবস্থা করা;

৩.২৪ সোসাইটির বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মকর্তা/প্রতিনিধিদেরকে বিমান আরোহণ বীমার আওতায় আনা এবং তা নিশ্চিত করা;

৩.২৫ বাংলাদেশ সরকারের ইমারত নির্মাণ বিধি Bangladesh National Building Code (BNBC) মেনে সোসাইটির নতুন ভবন নির্মাণ ও মেরামতের উদ্যোগ গ্রহণ করা, সোসাইটির বর্তমান ভবনসমূহ বাস উপযোগী কিনা তা পরীক্ষা করে যে ভবন ব্যবহার অনুপযোগী তা পরিত্যক্ত ঘোষণা করার ব্যবস্থা করা এবং কয়েক বছর অন্তর এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা;

৩.২৬ সোসাইটির সম্পদ ও সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নয়ন ও নিরাপত্তার জন্য সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ও নির্দেশিকা (Asset Management Policy & Guidelines) অনুসরণ ও মেনে চলার ব্যবস্থা করা;

৩.২৭ সোসাইটির কর্মকর্তা, কর্মচারী ও স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির পরিচয়ে সামাজিক) যোগাযোগ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা (ICT Policy) এবং রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনের নীতিমালার সাথে সাংঘর্ষিক কোন বক্তব্য, মন্তব্য ও পোস্ট যেন না দেয় এবং সাইবার অপরাধ ও ডিজিটাল নিরাপত্তা বিষয়গুলো অত্যন্ত সংবেদনশীল বিধায় সোসাইটির তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উপাদান ও উপাত্তসমূহ যাতে হ্যাকিং, ফাঁস, চুরি ও জালিয়াতি না হয় তা নিশ্চিত করা;

৩.২৮ সোসাইটির সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা নীতিমালা ও নির্দেশাবলি সুস্পষ্টভাবে পরিপালনের লক্ষ্যে একটি নিরাপত্তা প্রবিধান (Security Regulation) প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন করা;

৩.২৯ নিরাপদ অভিগম্যতা কাঠামো (Safer Access Framework) এর আলোকে প্রণীত সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা নীতিমালা ও নির্দেশিকার বাস্তবায়ন ও উন্নয়নে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি প্রয়োজনে আইসিআরসি, আইএ-ফআরসি, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও গণমাধ্যমের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবে।

সুরক্ষা-নিরাপত্তা নির্দেশনা

দ্বিতীয় ভাগ

সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নির্দেশিকার লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও ব্যবহারকারীদের জন্য নির্দেশনা

লক্ষ্য

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় স্বেচ্ছাসেবক ও কর্মীবৃন্দের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

উদ্দেশ্য

এই নির্দেশিকা বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির স্বেচ্ছাসেবক ও কর্মীবৃন্দ তাঁদের স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে স্বাভাবিক সময়ে, দুর্যোগকালীন সময়ে, সংঘর্ষ, সহিংসতা ও অন্যান্য সংঘাতময় পরিস্থিতিতে সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতের উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ :

(ক) বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির কার্যক্রমে নিয়োজিত স্বেচ্ছাসেবক ও কর্মীবৃন্দের কল্যাণ সাধন ও শারীরিকভাবে আহত হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস ও দূরীভূত করা;

(খ) যে কোন জরুরি পরিস্থিতিতে বিপদাপন্ন মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য প্রথম সাড়াদানকারী হিসেবে স্বেচ্ছাসেবক ও প্রশিক্ষিত টিমের কর্ম সম্পাদনে সোসাইটির দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সহায়ক ভূমিকা পালনে অধিকতর সক্ষমতা অর্জন করা;

(গ) বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর মানবিক চাহিদা পূরণের জন্য অভিগম্যতার ধারণা প্রদান ও সার্বিক নিরাপত্তা বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের দক্ষতা বৃদ্ধি করা;

(ঘ) সোসাইটির প্রাতিষ্ঠানিক ভবনাদি, সম্পদ, যানবাহন, যন্ত্রপাতি, তথ্যপ্রযুক্তি ইত্যাদির সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বিধান করা;

(ঙ) কোন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটার পূর্বে ও পরে পরিস্থিতির সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণপূর্বক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

ব্যবহারকারীদের জন্য নির্দেশনা

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির সকল স্বেচ্ছাসেবক ও কর্মীবৃন্দ এই সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নির্দেশিকার আওতাভুক্ত বলে গণ্য হবেন।

- বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির প্রত্যেক স্বেচ্ছাসেবক ও কর্মী হিসেবে এই নির্দেশিকার নির্দেশাবলি যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
- সোসাইটির ব্যবস্থাপনা পর্ষদ, সেক্রেটারি জেনারেল, ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল,বিভাগীয় প্রধান, কর্মকর্তাগণ, ইউনিট নির্বাহী কমিটি ও স্বেচ্ছাসেবকগণ এই নির্দেশিকার প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন বিষয়ে তদারকি করবেন। সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানতে হবে যে নির্দেশিকার কোন বিধির লঙ্ঘন করা হলে তা শৃঙ্খলা বহির্ভূত কাজ বলে গণ্য হবে। নির্দেশিকার নির্দেশনাসমূহ

সঠিকভাবে প্রয়োগ হচ্ছে কিনা তা তদারকি করার জন্য একটি নিরাপত্তা সেল গঠন করা আবশ্যক।

- সোসাইটির কোন সদস্য, স্বেচ্ছাসেবক অথবা কর্মী কর্তৃক যদি এই নির্দেশিকার কোন বিধি ভঙ্গ বা লঙ্ঘিত হয় তবে তার দায়িত্ব ঐ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকেই বহন করতে হবে।
- সোসাইটির সার্বিক নিরাপত্তায় এই নির্দেশিকাটির কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করতে হবে এবং হালনাগাদ করার জন্য আপনার সুপারিশ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করুন।
- সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নির্দেশিকার নির্দেশনাসমূহ সোসাইটির আচরণবিধির পরিপূরক হিসেবে গণ্য করতে হবে।

বর্ণিত নির্দেশনাসমূহের গোপনীয়তা

- সুরক্ষা ও নিরাপত্তামূলক এই নির্দেশিকাটি শুধুমাত্র বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির অভ্যন্তরীণ ব্যবহারের জন্য প্রণীত হয়েছে; এই নির্দেশিকার নির্দেশাবলি পড়া এবং ব্যবহারকারী হিসেবে সোসাইটির ব্যবস্থাপনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ, ইউনিট নির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ, স্বেচ্ছাসেবক, কর্মকর্তা ও কর্মীবৃন্দ অন্তর্ভুক্ত থাকবেন।
- এই নির্দেশিকার সমুদয় বিষয়বস্তু অথবা আংশিক কোন বিষয় পুনর্মুদ্রণ করে অন্যকোন সংস্থাকে প্রদান করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ এবং কপিরাইট নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত বলে গণ্য হবে।
- শুধুমাত্র অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনের অন্যান্য সহযোগীদেরকে এই নির্দেশিকাটি প্রদান করা যাবে।

আনুগত্য ও বাধ্যবাধকতা

- বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির প্রত্যেক স্বেচ্ছাসেবক ও কর্মী এই মর্মে নির্দেশিকা ব্যবহার সংক্রান্ত ফরমে স্বাক্ষর করবেন যে, তিনি 'সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নির্দেশিকা' এর প্রতিটি অধ্যায় মনযোগ সহকারে পড়েছেন এবং তা আত্মস্থ করেছেন। যদি কেউ এই বিধি যথাযথভাবে অনুসরণ না করেন তবে তিনি বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিতে তাঁর নিয়োগের শর্ত পূরণে ব্যর্থ হয়েছেন বলে গণ্য হবেন।
- সোসাইটির সংশ্লিষ্ট কেউ যদি এই নির্দেশিকার কোন শর্ত সম্পূর্ণ অথবা আংশিক ভঙ্গ করেন তাহলে সোসাইটির শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে অভিযুক্ত হবেন।
- যে সকল কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবক সোসাইটিতে খণ্ডকালীন সময়ের জন্য নিয়োজিত রয়েছেন বা ভবিষ্যতে নিয়োজিত হবেন তাঁরাও একইভাবে এই নির্দেশিকার বিধিসমূহ যথাযথভাবে পালন করতে বাধ্য থাকবেন।

অধ্যায় -১

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির ক্ষমতা ও মূলনীতিসমূহ

প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সংঘাতময় পরিস্থিতি এবং অন্যান্য জরুরি/বিশেষ পরিস্থিতির কারণে অসহায়, আহত ও ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটি আদেশ ১৯৭৩ (পিও-২৬) বলে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (বিডিআরসিএস) গঠিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনের অংশীদার হিসেবে বিডিআরসিএস মানবসেবামূলক কাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। একটি স্বেচ্ছাসেবামূলক মানবিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেশব্যাপী এর প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি এবং মানব সম্পদ রয়েছে। বিডিআরসিএস স্বেচ্ছাসেবাকে প্রাধান্য দিয়ে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে এর দর্শন, মূল্যবোধ, নীতিমালা, আইন ও নির্দেশনা অনুযায়ী পরিচালিত হয়ে আসছে।

১.১ আইনানুগ ভিত্তি

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি/ইউনিটসমূহ একই আইনানুগ ভিত্তি (Legal Base) সমুন্নত রেখে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে যা নিম্নরূপ:

১.১.১ জেনেভা কনভেনশন ও তৎসংক্রান্ত প্রটোকলসমূহ

১.১.২ আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনের মৌলিক নীতিমালাসমূহ

১.১.৩ আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনের বিধিসমূহ

১.১.৪ আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনের কনফারেন্সের সিদ্ধান্তসমূহ

১.১.৫ বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি আদেশ ১৯৭৩ (পিও -২৬) এর আইন ও বিধিসমূহ

১.২ বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির কার্যক্রম

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির মানবিক কার্যক্রম সারা দেশব্যাপী বিস্তৃত। জাতীয় সদর দপ্তর ও দেশের জেলা পর্যায়ে গঠিত ৬৪টি এবং পুরাতন মেট্রোপলিটান সিটিতে (ঢাকা, রাজশাহী, চট্রগ্রাম, খুলনা) গঠিত ৪টি ইউনিটসহ মোট ৬৮টি ইউনিটের মাধ্যমে সোসাইটি আদেশ ১৯৭৩ (পিও -২৬) এর আইন ও বিধিসমূহ (পরবর্তী সংশোধন যদি হয়) মেনে মানবসেবামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করাই বিডিআরসিএস এর কাজ। ভবিষ্যতে দেশের প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস হলে তার সঙ্গে সমন্বয় রেখে ইউনিট সংখ্যা পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা হতে পারে।

মূলত সব ধরনের সেবামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিডিআরসিএস এর স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করে থাকে। স্বেচ্ছাসেবকদের সহযোগিতা করা এবং দাপ্তরিক কার্যাদি নির্বাহের জন্য

সোসাইটির কর্মকর্তা/কর্মচারী রয়েছে। স্বাস্থ্য, দুর্যোগ সাড়াদান ও পুনরুদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দুর্যোগ ত্রাণ, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি, সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম, পারিবারিক পুনঃমিলন, কার্যক্রম ও কর্মসূচি/প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। স্বাভাবিক কারণেই এ সকল কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নকালে সোসাইটির স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ ও কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে নানাবিধ অনিরাপদ অবস্থা ও ঝুঁকিজনিত পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হয়। নির্বিঘ্ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন তথা সংশ্লিষ্ট সকলের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কল্যাণের স্বার্থে সর্ব পর্যায়ে নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনার দাবি রাখে।

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির ভিশন ও মিশন

ভিশন- মানবতার শক্তিতে উজ্জীবিত একটি শীর্ষস্থানীয় মানবিক সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করা।

মিশন- একটি স্বেচ্ছাসেবামূলক মানবিক সংস্থা হিসেবে জরুরি ও স্বাভাবিক সময়ে সম্পদের সদ্ব্যবহার করে কার্যকর ও দক্ষ সেবা প্রদানের মাধ্যমে সর্বাধিক বিপদাপন্ন ও প্রান্তিক মানুষের দুর্দশা লাঘব ও হ্রাসকরণ এবং জীবন বাঁচানোর অব্যাহত প্রয়াস।

১.৩ আদর্শ ও মূলনীতিসমূহ (Fundamental Principles)

১৯৬৫ সালে ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত ২০তম আন্তর্জাতিক রেড ক্রস সম্মেলনে আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনের মৌলিক নীতিমালাসমূহ গৃহীত হয় যা নিম্নরূপ -

মানবতা	Humanity
পক্ষপাতহীনতা	Impartiality
নিরপেক্ষতা	Neutrality
স্বাধীনতা	Independence
স্বেচ্ছামূলক সেবা	Voluntary Service
একতা	Unity
সর্বজনীনতা	Universality

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিসহ বিশ্বের সকল জাতীয় সোসাইটি এই নীতিমালা অনুসরণ করেই মানবিক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। মৌলিক নীতিমালাসমূহের ব্যাখ্যা সংযুক্তি-১ এ উপস্থাপন করা হলো।

১.৪ আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলন

তিনটি অংশীদারিত্ব সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলন বিশ্বব্যাপী পরিচালিত হয়; এগুলো হচ্ছে: ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অব দ্যা রেড ক্রস (ICRC),

ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব রেড ক্রস এ্যান্ড রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিস (IFRC) এবং জাতীয় সোসাইটিসমূহ (National Societies)। রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনের তিনটি অংশীদারিত্বের উন্নয়ন, দায়-দায়িত্ব ও অধিকতর সমন্বয় সাধনের জন্য ১৯৯৭ সালের ২৫-২৭ নভেম্বরে সেভিল চুক্তি (Seville Agreement) এ গৃহীত করা হয়। আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনের অংশীদার সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত বর্ণনা সংযুক্তি-২ এ উপস্থাপন করা হলো।

১.৫ রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনের প্রতীক

রেড ক্রস, রেড ক্রিসেন্ট ও রেড ক্রিস্টাল প্রতীক তিনটি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। দুর্যোগ অথবা সংঘাতময় পরিস্থিতিতে এই প্রতীক সহায়তার চিহ্ন বা সঙ্কেত হিসেবে আবির্ভূত হয়। এই প্রতীকগুলো ১৯৪৯ সালের জেনেভা কনভেনশন ও প্রটোকলসমূহের মাধ্যমে বিশ্বের সকল দেশের জাতীয় আইন ও আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা সমর্থিত। যদিও ১৮৬৩ সালে ২৬ অক্টোবর প্রথম জেনেভা সম্মেলনে আন্দোলনের প্রতীক হিসেবে মেডিকেল সার্ভিস টিমকে পৃথকভাবে শনাক্ত করার জন্য সাদা জমিনের উপর রেড ক্রস চিহ্ন ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরবর্তী সময়ে রেড ক্রস এর পাশাপাশি রেড ক্রিসেন্ট এবং রেড ক্রিস্টাল প্রতীক ব্যবহার অনুমোদন লাভ করে। স্বাভাবিক কিংবা সশস্ত্র সংঘাতময় পরিস্থিতিতে এই প্রতীক ব্যবহারের আইন মেনে চলা জরুরি। প্রাধিকার বহির্ভূত প্রতীকের ব্যবহার নিষিদ্ধ। বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি অর্গানাইজেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট রুলস, ১৯৭৩ এর অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে ৪ এপ্রিল ১৯৮৮ থেকে বাংলাদেশে রেড ক্রস এর স্থলে রেড ক্রিসেন্ট প্রতীক ব্যবহার শুরু হয়।

১.৬ রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিধি এবং সম্পূরক ব্যবস্থাদি

রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলন এবং মানবিক সাড়াদান কার্যক্রম সুচারুভাবে বাস্তবায়নের স্বার্থে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিধিমালা ও সম্পূরক ব্যবস্থাদি গৃহীত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হলো -

১	আচরণ বিধি Code of Conduct
২	মানবিক কর্মকাণ্ডে জবাবদিহিতা এবং গুণগত মূল আদর্শমান Core Humanitarian Standard
৩	নিরাপদ প্রবেশগম্যতা কাঠামো Safer Access Framework
৪	জনগোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগ Communication with the affected community
৫	কমিউনিটি এনগেজমেন্ট এ্যান্ড একাউন্টিবিলিটি Community Engagement and Accountability
৬	দি স্ফিয়ার স্ট্যান্ডার্ড The Sphere Standard

(এর মধ্যে কতিপয় বিধিমালা পরবর্তী পরিচ্ছেদে বর্ণনা করা হবে)

১.৭ স্বেচ্ছামূলক সেবা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সহজাত ঝুঁকিসমূহ

বাংলাদেশে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিবাত্যা, কালবৈশাখী, নদী ভাঙ্গন, পাহাড় ধস, বজ্রপাত ইত্যাদি যেমন প্রতিনিয়তই সংঘঠিত হচ্ছে ঠিক তেমনি মানব সৃষ্ট দুর্যোগ হিসেবে রাজনৈতিক সহিংসতা, শরণার্থী সমস্যা, ভবন ধস, অগ্নিকাণ্ড, সড়ক/নৌ দুর্ঘটনা ইত্যাদির সংখ্যাও কম নয়। এ ছাড়া যুদ্ধ-বিগ্রহ, রাজনৈতিক সংঘাত, অভ্যন্তরীণ উত্তেজনা ইত্যাদি অনভিপ্রেত হলেও মানবিক কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে এগুলো সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে। মানবিক কার্যক্রম শুরু ও পরিচালনার বিষয়টি পরিস্থিতির উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল এবং এ সকল দুর্যোগ পরিস্থিতি হঠাৎ করেই উদ্ভব হয়ে থাকে।

বিপুল জনগোষ্ঠীর কল্যাণের স্বার্থে জরুরি সময়ে সতর্ক সংকেত প্রচার, অপসারণ ও নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণে সহায়তা প্রদান, সন্ধান ও উদ্ধার, প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান, আহতদেরকে স্থানান্তর ইত্যাদি কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট সহজাত ঝুঁকিসমূহ বিবেচনায় নিয়েই বিরূপ পরিস্থিতিতে স্বেচ্ছাসেবক ও কর্মীদেরকে কর্মসম্পাদন করতে হয়। তবে অনেক সময়ই কর্মসম্পাদন করতে গিয়ে বহু স্বেচ্ছাসেবক ও কর্মীবৃন্দ অসতর্কতা অথবা পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে না পারার কারণে গুরুতর আহত হয়েছে এবং কখনো কখনো নিজের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হয়েছে এমন নজিরও রয়েছে।

১.৮ নিরাপদ অভিগম্যতা ধারণা

যে কোন সংবেদনশীল ও অনিরাপদ পরিস্থিতিতে সেবা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি গ্রহণযোগ্য ও উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির বিষয় বিবেচনায় নিয়ে ৮টি উপাদানের সমন্বয়ে নিরাপদ অভিগম্যতা (Safer Access) কাঠামো প্রণীত হয়েছে। এই কাঠামোর মূল লক্ষ্য হলো সংবেদনশীল এবং অনিরাপদ পরিস্থিতিতে নিরাপদে মানবিক সহায়তা প্রদানের জন্য জাতীয় সোসাইটির সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি (ICRC) কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ প্রবেশগম্যতা বিষয়ে জাতীয় সোসাইটিসমূহকে তাদের কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নে সহযোগিতা করছে। নিরাপদ প্রবেশগম্যতার ধারণার আলোকে প্রণীত সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নির্দেশিকা ব্যবহার ও প্রয়োগ করে সার্বিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অত্যন্ত শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত হবে। এ জন্যই নিরাপদ প্রবেশগম্যতা কাঠামোর আলোকে সোসাইটির সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়টি গুরুত্বের সাথে এই নির্দেশিকায় বর্ণিত হয়েছে। নিরাপদ অভিগম্যতা বিষয়ক ধারণা পত্র সংযুক্তি- ৫ এ উপস্থাপন করা হলো।

স্বেচ্ছাসেবক ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য নির্দেশাবলি

- বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটি আদেশ পিও-২৬ জারির পরে বাংলাদেশে রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি সুপ্রতিষ্ঠিত এবং মর্যাদায় আসীন হয়েছে। এই আদেশ সোসাইটিকে রাষ্ট্রীয়ভাবে সাংগঠনিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছে। ফলে সংগঠনে কর্মরত সকলেই এই ক্ষমতার অংশীদারিত্ব লাভ করেছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়টি সকলেই অনুধাবন করে নিজ কার্যক্রম সম্পাদন করুন।
- আন্দোলনের ৭টি মূলনীতি অনন্য ও শাশ্বত। এই নীতিমালা আন্দোলনের মূল শক্তিসমূহের অন্যতম। সকল সময়ে সকল কাজে যথাযথভাবে এই নীতিমালা অনুসরণ করুন।
- আন্দোলনের আচরণ বিধি, মানবিক কর্মকাণ্ডে জবাবদিহিতা এবং গুণগত মূল আদর্শমান, নিরাপদ প্রবেশগম্যতা, জনগোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগ, কমিউনিটি এনগেজমেন্ট এ্যান্ড একাউন্টিবিলিটি, দি স্ফিয়ার স্ট্যান্ডার্ড ইত্যাদি বিধিমালা বিশ্বব্যাপী রেড ক্রস ও রেড

ক্রিসেন্টের কর্মকাণ্ডের কার্যকারিতা বৃদ্ধিসহ সাবলীল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। এ সকল বিধিমালা সম্পর্কে বিস্তারিত জানুন এবং অনুসরণ করুন।

- মানবসেবামূলক কর্মকাণ্ডে রেড ক্রস রেড ক্রিসেন্ট ও রেড ক্রিস্টাল প্রতীক বিশ্বের প্রতিটি দেশের মানুষের কাছে পরিচিত। একাধারে যেমন এই প্রতীক ব্যবহারকারী প্রত্যেক স্বেচ্ছাসেবক ও কর্মীদের আত্মগৌরবের বিষয়, ঠিক তেমনি সর্বক্ষেত্রে নিরাপত্তা ঢাল হিসেবেও বিবেচিত। সুতরাং বিধি অনুযায়ী প্রতীকের যথাযথ ব্যবহার করতে হবে এবং সর্বপ্রকার অপব্যবহার রোধে সচেষ্ট থাকতে হবে।
- স্বেচ্ছামূলক সেবা সর্বক্ষেত্রে প্রশংসিত হলেও এর মধ্যে নানাবিধ ঝুঁকি বিরাজমান। একজন স্বেচ্ছাসেবককে সর্বাগ্রে নিজের নিরাপত্তা বিধান করে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে হবে। সুতরাং সবসময় নিরাপত্তাই প্রথম (Safety First) বিবেচনায় নিয়ে কাজ করুন।
- নিরাপদ প্রবেশগম্যতা বিষয়টি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করুন এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করুন।
- সরকার ইতোমধ্যে স্বেচ্ছাসেবকদের কার্যক্রম পরিচালনায় গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি স্বেচ্ছাসেবক নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। এই নীতিমালা অনুসরণ করে রেড ক্রিসেন্ট স্বেচ্ছাসেবকদেরও দুর্যোগে সাড়া দান কাজ পরিচালনা করতে হবে।

অধ্যায় - ২

সর্বজনীন আচরণ ও ব্যবহার

২.১ ভাবমূর্তি ও সুখ্যাতি

রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট মূলত একটি সর্বজনীন মানব সেবামূলক আন্দোলন। বিশ্বব্যাপী প্রসারিত এই আন্দোলনের সুফল বিশ্বের বিপন্ন মানুষ প্রতিনিয়তই ভোগ করে চলেছে। এই সংস্থাটির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের কারণে মানবসেবায় বিরল দৃষ্টান্তের অধিকারী এবং নিজস্ব ভাবমূর্তি নিয়ে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। দুর্যোগ আক্রান্ত মানুষের বহুমুখী সেবাদান, মানুষের মর্যাদা রক্ষা করাসহ আন্তর্জাতিক মানবিক আইন তথা জেনেভা কনভেনশনের অভিভাবক ও প্রবক্তা হিসেবে রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট এর সুখ্যাতি আজ সর্বজনবিদিত। বাংলাদেশ সরকার, সরকারি, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের কাছে সোসাইটির নিজস্ব কর্মপ্রণালী এবং প্রতিষ্ঠিত ভাবমূর্তির ফলে এবং এর সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের গ্রহণযোগ্যতা সবার কাছে স্বচ্ছ।

২.২ অভিযোজন ও মান্যতা

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিরর স্বেচ্ছাসেবক ও কর্মীবৃন্দ যে কোন অবস্থায় দেশের যে কোন জায়গায় সমাজের সকল পর্যায়ে নিজেদেরকে পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নিয়ে কাজ করে থাকে। আদর্শ ও নীতিমালা অনুসরণ ও প্রতিপালনের মধ্য দিয়ে সংস্থাটি এর নিজস্ব কাজ সম্পাদন করে থাকে। এই অভিযোজন ও মান্যতার কারণে সমাজের সকল পর্যায়ে কাজ করা এবং মানুষের আস্থা অর্জন করার ক্ষেত্রে রেড ক্রিসেন্ট সাফল্য লাভ করেছে। অভিযোজন ও মান্যতা প্রত্যেকটি স্বেচ্ছাসেবক ও কর্মীকে সুরক্ষা ও নিরাপদ পরিবেশে কাজ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণে অনুপ্রেরণা ও শক্তি জোগায়।

২.৩ সংস্কৃতি ও নৃতাত্ত্বিক আদর্শ

সোসাইটির স্বেচ্ছাসেবক ও কর্মীবৃন্দ সমাজের সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যকে বিবেচনায় নিয়ে কাজ করে থাকে। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং কোন অবস্থাতেই এর ব্যত্যয় যাতে না ঘটে সে দিকে সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। কোন সংখ্যালঘিষ্ঠ অথবা নৃতাত্ত্বিক সমাজে কাজ করার ক্ষেত্রে ঐ সমাজের সংস্কৃতি ও রীতিনীতি ভালভাবে জেনে বুঝে নিজেকে সেভাবে প্রস্তুত ও মানিয়ে নিতে পারলে সেবা গ্রহীতা ও সেবা প্রদানকারী উভয়ের মধ্যে বিশ্বাস ও সাবলীলতা অর্জিত হয়।

২.৪ আচরণ বিধি

দুর্যোগ অথবা জরুরি পরিস্থিতিতে মানবিক সাড়াদান প্রেক্ষাপটে সেবাদানকারীদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ ও যথাযথ করার লক্ষ্যে আচরণ বিধি (Code of Conduct) প্রণীত হয়েছে। প্রত্যাশিত যে, একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর সংশ্লিষ্ট কর্মীদল ও স্বেচ্ছাসেবকদের আচরণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এই আচরণ বিধি অনুসরণ করা হবে। এই আচরণ বিধি যত প্রসারিত ও বিকশিত হবে সাড়াদান কার্যক্রমের বাস্তবায়ন ততই নিরাপদ ও কার্যকর হবে সোসাইটির বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মীরা তাদের দৈনন্দিন কার্যক্রম সম্পাদনকালে পেশাদারিত্ব, সততা ও পরিশ্রমী ভূমিকা পালনকারী হিসেবে নিজেকে প্রদর্শন করবেন। আচরণ বিধির বিস্তারিত বর্ণনা সংযুক্তি- ৩ এ উপস্থাপন করা হলো।

২.৫ মানবিক কর্মকাণ্ডে জবাবদিহিতা এবং গুণগত মূল আদর্শমান

সারা বিশ্বে প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ কোথাও না কোথাও ঘটে যাওয়া দুর্যোগে আক্রান্ত মানুষের প্রয়োজনে মানবিক সেবা প্রদানের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। মানবিক সাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে গুণগত ও জবাবদিহিতা মান নিরূপণের জন্য ৯টি অঙ্গীকারকে সম্পৃক্ত করে মানবিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত সংস্থাসমূহ এবং ব্যক্তিবর্গ তাঁদের কাজের গুণগত মান ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির মাপকাঠি হিসেবে Core Humanitarian Standard (CHS) ব্যবহার করেন। এটি দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠী ও জনগণের নিকট বৃহত্তর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য সহায়ক। এই জবাবদিহিতা কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ পরিবেশের বিস্তার ঘটায়। মানবিক সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি ও তার কর্মীদের CHS এ উল্লেখিত ৯টি অঙ্গীকার পূরণ করেই দুর্যোগে সাড়া দান করতে হবে। মানবিক কর্মকাণ্ডে জবাবদিহিতা এবং গুণগত মূল আদর্শমান বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা সংযুক্তি-৪ এ উপস্থাপন করা হলো।

২.৬ সতর্কতা ও তত্ত্বাবধান

বিভিন্ন দুর্যোগ, জরুরি কোন সংকটকালে কর্ম সম্পাদন করতে হয় বিধায় সংশ্লিষ্ট স্বেচ্ছাসেবক ও কর্মীকে সর্বদা সতর্কতা অবলম্বন করার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনায় রাখতে হয়। সর্বক্ষেত্রে নিজের নিরাপত্তা বিধান করা সর্বাগ্রে জরুরি। সেবাদানকারী নিজে নিরাপদ না থাকলে একদিকে যেমন বিপন্ন ব্যক্তির সেবাদান বিঘ্নিত হবে অন্যদিকে তাঁর নিজের জীবনও বিপন্ন হতে পারে। নিরাপত্তা বিধান ও নিরাপদ থাকার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বিশেষের উপর নির্ভরশীল। সেবাদানকারী স্বেচ্ছাসেবক ও কর্মীবৃন্দকে অবশ্যই নিরাপত্তা বিধান সম্বন্ধীয় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে এবং তা অনুশীলন করতে হবে।

- সোসাইটি তার স্বেচ্ছাসেবক ও কর্মীবৃন্দের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার অংশ হিসেবে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করবে।
- সেবা প্রদানকারীরা নিরাপত্তা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অবগত হয়ে কর্ম সম্পাদন করবেন।
- মনে রাখতে হবে যে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সফলতা নিজস্ব সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উপর নির্ভরশীল।

সোসাইটির স্বেচ্ছাসেবক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য নির্দেশাবলি

- বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির ভাবমূর্তি ও সুনাম সমুন্নত রেখে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সহিংসতা, সশস্ত্র সংঘাত ইত্যাদি যে কোন উদ্ভূত পরিস্থিতিতে নিরপেক্ষ, পক্ষপাতহীন ও সর্বজনীন একটি মানবিক সংস্থার কর্মী হিসেবে আপনাকে পরিচিত করুন।
- সর্বদাই মনে রাখবেন যে সোসাইটি বাংলাদেশ সরকারের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কর্মসম্পাদন করে এবং অন্যান্য বেসরকারি সংস্থার সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে মানব সেবামূলক কাজের উন্নয়ন ঘটায়।
- মাঠ পর্যায়ের বাস্তব পরিস্থিতির সাথে নিজেকে দ্রুত খাপ খাওয়ানোর জন্য কৌশল অবলম্বন করুন।

- যথাযথ আচরণের মাধ্যমে ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকুন।
- সর্বদাই মানানসই পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করুন। আপনার উপস্থিতি, কার্যকলাপ ও কথাবার্তা অবশ্যই সামাজিক ও মার্জিত হতে হবে।
- সোসাইটির আচরণ বিধিসমূহ, পেশাগত শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলুন।
- কোন বিষয়ে সন্দিহান হলে জোর জবরদস্তি করবেন না। এ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তের জন্য সহকর্মী-দের পরামর্শ ও সহযোগিতা নিন যাতে করে প্রথমেই দলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায় এবং পরবর্তীতে অন্যদের জন্য সহযোগিতার দ্বার উন্মুক্ত হয়।
- ব্যক্তিগত নিরাপত্তা এবং সুরক্ষার জন্য সর্বদাই সতর্ক ও সচেতন থাকুন।
- মাঠ পর্যায়ে সার্বিক নিরাপত্তা বিষয় বিশ্লেষণ করুন এবং সতর্ক থাকুন। বিশেষতঃ নিরাপত্তাহীনতা ও উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে মাঠ পর্যায়ের অবস্থা যে কোন সময়ে পরিবর্তিত হতে পারে। পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে সতর্কতার সাথে কার্যক্রম সম্পাদন করুন।
- বাংলাদেশ সরকারের প্রণীত স্বেচ্ছাসেবক নীতিমালা সোসাইটির প্রেক্ষাপটে অনুশীলন করুন।

নিরাপত্তা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়ে সতর্ক হোন এবং বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির আচরণ বিধি, পেশাগত শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলুন।

সার্বিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তা

অধ্যায় - ৩

৩.১ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ও তথ্য সংগ্রহ

প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা সংঘাত/সংঘর্ষের কারণে কোন জরুরি অবস্থার উদ্ভব হলে সুরক্ষা ও নিরাপত্তাসহ সামগ্রিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা গুরুত্বপূর্ণ। পরিস্থিতি যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করতে না পারলে নিরাপত্তাসহ সেবার ধরন ও মান নির্ণয় করা প্রায়ক্ষেত্রেই দুরূহ হয়ে উঠে। চলমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণের জন্য অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক হালনাগাদ তথ্যাদি জানা ও তা নিরাপত্তাজনিত উদ্দেশ্যে ব্যবহ-ারের প্রয়োজন হয়।

অভ্যন্তরীণ তথ্য : সোসাইটির কর্মকর্তা ও স্বেচ্ছাসেবক প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা সশস্ত্র সংঘাত ও সংঘর্ষের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের তথ্যাদিসহ সার্বিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে থাকেন। এ সকল তথ্যাদি গোপনীয়তা রক্ষা করে দ্রুততার সাথে সোসাইটির সদর দপ্তরকে অবহিত করতে হবে। তবে নিরাপত্তা বিষয়ক তথ্যাদি সংগ্রহের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে যে অত্যুৎসাহী হওয়ার কারণে ভুল কোন সংকেত চলে না যায়। অন্যদিকে মাঠ পর্যায়ে বিরাজমান কর্তৃপক্ষকের বোধগম্যতায় আনতে হবে যে আমরা মানবিক কাজে নিয়োজিত সোসাইটির স্বেচ্ছাসেবক/কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োজিত আছি ।

বাহ্যিক তথ্য : মানবিক সেবা প্রদান ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য তথ্য প্রবাহ হলো মূল উপাদান, কারণ নির্ভরযোগ্য তথ্য দ্বারাই একটি ঘটনার আদ্যপান্ত জানা যায় এবং যথোপযুক্ত সাড়া প্রদান সম্ভবপর হয়। জাতীয় সোসাইটি সাংগঠনিকভাবে সুদৃঢ় হওয়ায় বাইরের সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় করে পরিচালিত হয়। এই বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিয়ে যে কোন জরুরি পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির সকল স্বেচ্ছাসেবক ও কর্মকর্তা নিরাপত্তা বিষয়ক যত বেশি সম্ভব বাহ্যিক তথ্যাদি সংগ্রহ ও তা যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবেন। এ ক্ষেত্রে যে সকল তথ্যাদির গোপনীয়তা রক্ষা করা প্রয়োজন বলে বিবেচিত হবে অথবা নির্দেশনা থাকবে সেই উপায়েই তা আদান প্রদান করতে হবে।

৩.২ প্রতিবেদন প্রদান

সোসাইটির মহাসচিব বরাবরে প্রতিবেদন প্রদান করতে হবে এবং প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি সোসাইটির সদর দপ্তরে স্থাপিত নিয়ন্ত্রণ কক্ষে প্রেরণ করতে হবে। সাধারণত জরুরি পরিস্থিতিতে সোসাইটির সদর দপ্তরে 'নিয়ন্ত্রণ কক্ষ' স্থাপন করা হয়। এ ছাড়াও প্রতিবেদনের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট বিভাগের পরিচালক/প্রধানকে প্রদান করতে হবে। প্রতিবেদন নিম্নবর্ণিত বিবরণ অনুযায়ী হতে পারে তবে প্রয়োজন হলে অন্যান্য বিবরণও সংয়োজন করা যেতে পারে :

(ক) তারিখ
(খ) ইউনিট/শাখা /স্থান
(গ) ঘটনার প্রকারভেদ
(ঘ) ঘটনার বর্ণনা ও বিস্তারিত বিষয় (অবস্থা, ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিট, ঘটনার শুরু এবং শেষ সময় ও তারিখ ইত্যাদি)
(ঙ) নিয়োজিত গাড়ি বা জলযানের প্রকৃতি
(চ) নিয়োজিত মানব সম্পদ
(ছ) রোগীর সংখ্যা (যদি থাকে)
(জ) আহতদের সংখ্যা (যদি থাকে)
(ঝ) ব্যয়কৃত অর্থের পরিমাণ (যদি ব্যয় হয়ে থাকে)
(ঞ) ঘটনার গতি প্রবাহ (প্রতি ঘন্টার বিবরণ)
(ট) তথ্যাদির উৎস
(ঠ) গৃহীত কার্যক্রম/ অপরাপর সহায়তা প্রদানকারী সংস্থাসমূহের সঙ্গে সমন্বয়
(ড) নিয়োজিত অন্যান্য ব্যবস্থাদি
(ঢ) রেড ক্রিসেন্ট ছাড়া নিয়োজিত অন্যান্য সংস্থা
(ণ) সর্বশেষ পর্যালোচনা বা নিরীক্ষণের তারিখ
(ত) সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বিষয়ক ঝুঁকিসমূহ
(থ) সুরক্ষা ও নিরাপত্তার নিরীখে নারী ও শিশুদের রক্ষা
(দ) নতুন কোন কার্যক্রমের সুপারিশ
(ধ) কার্যক্রম ও ঘটনা সম্পর্কিত স্থিরচিত্র
(ন) প্রতিবেদন প্রদানকারী কর্মকর্তার পরিচয়
(প) স্থানীয় প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ

৩.৩ শনাক্তকরণ

শনাক্তকরণ এবং পরিচিতি নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সোসাইটির বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিয়োজিত কর্মকর্তা, কর্মচারী ও স্বেচ্ছাসেবকদের ব্যক্তিগত সুরক্ষা ও নিরাপত্তা এবং একই সাথে সোসাইটির সম্পদ ও সম্পত্তি রক্ষার্থে শনাক্তকরণ বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

- ঢাকা, চট্টগ্রামসহ সকল ইউনিট অফিসে ও জরুরি ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত অফিস চত্বরে রেড ক্রিসেন্ট পতাকা উত্তোলন করতে হবে। তবে স্থায়ী অফিসসমূহে রেড ক্রিসেন্ট পতাকার পাশাপাশি বাংলাদেশের জাতীয় পতাকাও উত্তোলন করতে হবে।

- যে কোন জরুরি পরিস্থিতিতে মাঠ পর্যায়ে কাজ করার ক্ষেত্রে প্রত্যেক স্বেচ্ছাসেবক বা কর্মীকে রেড ক্রিসেন্ট চিহ্ন সম্বলিত আইডি কার্ড গলায় ঝুলানো, ভেস্ট বা জ্যাকেট পরিধান করতে হবে। সোসাইটির সকল স্বেচ্ছাসেবক ও কর্মীবৃন্দের পরিচয় পত্র কেন্দ্রীয়ভাবে একই প্রকৃতি ও মান বজায় রেখে প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

- সর্বদাই স্মরণ রাখতে হবে যে, নিজের পরিচিতি জানানো এবং একই সাথে সার্বিক নিরাপত্তার প্রয়োজনে রেড ক্রিসেন্ট প্রতীকের অপব্যবহার করা আন্তর্জাতিক মানবিক আইন (IHL) ভঙ্গের শামিল।

৩.৪ সাধারণ সতর্কতা

ব্যক্তিগত :

- নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সজাগ থাকুন। কোন রোগে আক্রান্ত হলে দেরি না করে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হোন এবং ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।
  সব ধরনের মাদক দ্রব্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ।
- স্বাস্থ্যের ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্ক থাকুন । বিশুদ্ধ পানি পান করুন এবং স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করুন।
- মাঠ পর্যায়ে কাজ করার ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ জরুরি কারণ শারীরিকভাবে সুস্থ থাকার জন্য বিশ্রাম অত্যন্ত জরুরি।

পোষাক-পরিচ্ছদ :

- মাঠ পর্যায়ে কাজ করার ক্ষেত্রে পোশাক পরিচ্ছদের ব্যবহার সম্পর্কে সতর্ক হতে হবে।
- এমন কোন পোশাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করা যাবে না যাতে রাজনৈতিক, স্থানীয় সংস্কৃতি, ধর্মীয়, মানবিকতা বিরুদ্ধ লেখা অথবা ব্যঙ্গাত্মক চিহ্ন অংকিত রয়েছে এমন পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান করা যাবে না।
- মিলিটারি ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক ব্যবহৃত শার্ট ও প্যান্টের অনুরূপ কোন পোশাক পরিধান করা যাবে না কারণ এতে মানবিক কর্মী না ভেবে সামরিক লোক বলে ভুল করার সম্ভাবনা থাকে।
- মাঠ পর্যায়ে কাজের সময় পায়ের সাথে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ জুতা ব্যবহার করা প্রয়োজন।

অস্ত্রশস্ত্র :

- সোসাইটির কোন পর্যায়ের কর্তৃপক্ষ, ব্যবস্থাপক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ তাদের ব্যক্তিগত বা সোসাইটির কাজের নিরাপত্তার জন্য কোন ধরনের অস্ত্রশস্ত্র বহন করতে পারবেন না।
- রেড ক্রিসেন্টের গাড়ি বহরে বা কোন একক গাড়ি চলাকালীন সময়ে সশস্ত্র নিরাপত্তা প্রদান গ্রহণযোগ্য নয়।

ক্যামেরা/ক্যামরেকর্ডার ইত্যাদি ব্যবহার :

- সংঘর্ষ বা সংঘাতময় পরিস্থিতিতে মানবিক সাড়াদান কর্মকাণ্ড সম্পাদনকালে ক্যামেরা ও ক্যামরেকর্ডার/ওয়েভ ক্যাম অথবা অন্য কোন রেকর্ডিং যন্ত্র বহন করা যাবে না। এগুলো ব্যবহার করলে সামরিক বা অন্য কোন সংস্থার নিকট থেকে তথ্যাদি পাচার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠতে পারে। তবে গণসম্প্রচারের কারণে বিশেষভাবে অনুমোদন প্রাপ্ত ব্যক্তি বা টিম এগুলো বহন করতে পারে।
- ছবি তোলা ও প্রচারের ক্ষেত্রে স্পর্শকাতরতার বিষয়টি বিবেচনা করে অনুমতি নেয়া।

৩.৫ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাদি

সুরক্ষা ও নিরাপত্তার বিষয়টি কখনোই অবহেলা করা যাবে না। জরুরি মুহূর্তে একটি ছোট ভুলের কারণে বড় কোন ক্ষতি সাধিত হতে পারে। দল নেতা বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিজেদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য দায়ী বিধায় তিনি কোনরূপ ঝুঁকি নেবেন না এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় নমনীয়তা কিংবা শিথিলতা প্রদর্শন করবেন না। অবস্থার প্রেক্ষিতে দলনেতা কার্যকরী ব্যবস্থা খুঁজে বের করবেন। জটিল কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে দলনেতা দলের অন্যান্য সদস্যদের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন এবং সিদ্ধান্তসমূহ সোসাইটির সদর দপ্তরে মহাসচিবকে অবহিত করবেন। রেড ক্রিসেন্ট কার্যক্রমে সশস্ত্র নিরাপত্তা গ্রহণ বর্জনীয়।

৩.৬ দায়িত্ব পালন

জরুরি পরিস্থিতিতে দায়িত্ব পালনকালে পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ানোর বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিস্থিতি নানাবিধ বিপদাপদে পরিপূর্ণ থাকে বলেই এ সময়টাকে সাধারণত সঙ্কটকাল বলে অবহিত করা হয়। এ সময়ে মাঠ পর্যয়ে নিয়োজিত হওয়ার সময় ব্যক্তিগত নিরাপত্তামূলক সরঞ্জামাদি সঙ্গে নিতে হবে। এ প্রসঙ্গে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যেতে পারে।

- ঘূর্ণিঝড়কালীন বিপদ, মহাবিপদ সংকেত প্রচার এবং অপসারণ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার জন্য স্বেচ্ছাসেবকদের হার্ড হ্যাট, রেইন কোট, লাইফ জ্যাকেট, গাম বুট ইত্যাদি পরিধান করতে হবে। ঐ সময়ে পরিধেয় এবং ব্যবহার্য যন্ত্রপাতিসমূহের সমাবেশ না ঘটালে দায়িত্ব পালন সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। সন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রমের সময়েও ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক নিরাপত্তা সামগ্রী অপরিহার্য উপাদান হিসেবে বিবেচিত।
- এই সঙ্কটকালে অনেকেই নিজের দুর্বলতা বা ভয়-ভীতির কারণে পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যতা বজায় রাখতে পারেন না বিধায় অনিরাপদ বোধ করেন এবং অসুস্থ হয়ে পড়েন।
- অন্য দিকে ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে কর্মক্ষেত্রটি দুর্গম এলাকায় অবস্থিত হতে পারে অর্থাৎ বড় নদী দ্বারা বিভাজ্য হতে পারে, পাহাড়ি অঞ্চলে হিংস্র জীবজন্তুর প্রকোপ থাকতে পারে এবং এগুলোর ভীতি অনেকেই পরিহার করতে পারে না।
- কোন জরুরি পরিস্থিতিতে মাঠ পর্যায়ে কাজের জন্য মনোনয়নের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মানসিক অবস্থা যাচাই করা প্রয়োজন।
- দুর্বলচিত্তের অধিকারী ব্যক্তিবর্গকে সংঘাত বা সংঘর্ষময় কোন জরুরি পরিস্থিতিতে মাঠ পর্যায়ে কাজের জন্য প্রেরণ করা যাবে না।

৩.৭ গোপনীয়তা

বিশেষ করে সশস্ত্র সংঘাত, সহিংসতা ও উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে রেড ক্রিসেন্টের কর্মীকে বিবদমান পক্ষ বা সৈন্যদলের অবস্থান, চলাচল, মানবিক আইনের লঙ্ঘন ইত্যাদি বিষয়ে গোপনী-য়তা রক্ষা করতে হবে।

- এই সময়ে গণমাধ্যম, সামরিক কর্তৃপক্ষ, পুলিশ, সমাজের নেতৃবৃন্দের কাছে রেড ক্রিসেন্টের মানবিক সেবামূলক কর্মকাণ্ড প্রতিভাত হবে, অন্য কিছু নয়। এ সময়ে সকল কর্মীর

আচরণে এটাই প্রমাণ করতে হবে যে, অন্য কোন পক্ষের সাথে আমাদের সংশ্লিষ্টতা নেই এবং পক্ষপাতহীনতা ও নিরপেক্ষতা আমাদের নীতি।

- সশস্ত্র সংঘাত, সহিংসতা ও উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে ছবি তোলা, ভিডিও (এমনকি নিজের স্মার্ট ফোন বা ক্যামেরা দিয়েও নয়) করা যাবে না।
- সোসাইটির প্রয়োজনে ছবি তোলা, ভিডিও করা ইত্যাদি কিছু করতে হলে সদর দপ্তর থেকে অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। এই বিরূপ পরিস্থিতিতে মাঠে কাজ করার সময়ে বাইনোকুলার ব্যবহার করা উচিৎ নয়।

৩.৮ যোগাযোগ

যে কোন জরুরি পরিস্থিতিতে সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য কার্যকরী যোগাযোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফিল্ড অপারেশন বা জরুরি কাজ করার ক্ষেত্রে মোবাইল ফোন এবং ক্ষেত্র বিশেষে স্যাটেলাইট ফোন ব্যবহার করা হয়।

- সোসাইটি কর্তৃক ফোন যোগান দেয়া হোক বা না হোক নিজের ব্যক্তিগত মোবাইল ফোন সাথে রাখতে হবে। এ সকল ফোন অত্যন্ত সতর্কতা ও যত্নের সাথে ব্যবহার করতে হবে কারণ বিরূপ পরিবেশে ফোন নষ্ট হলে বা হারিয়ে গেলে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকে।
- ফিল্ড অপারেশন টিমে অন্তত একজন রিপোর্টিং অফিসার থাকা প্রয়োজন। রিপোর্টিং অফিসারের নিকট নিজ দলের সদস্যদের যোগাযোগ নম্বর এবং বাইরের সংশ্লিষ্ট সবার যোগাযোগ নম্বর সংরক্ষিত থাকতে হবে।
- ফিল্ড অপারেশন চলাকালীন রেডিও (VHF) যোগাযোগ স্থাপিত হলে তা নির্দিষ্ট সময়ন্তর নিয়মিত চালু রাখার ব্যবস্থা করতে হবে এবং সংগৃহীত তথ্যাদি রেডিও রুমে প্রেরণ করতে হবে।
- মাঠ পর্যায়ে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের জন্য ওয়াকিটকি ব্যবহার করতে হলে ব্যবহারের নীতিমালা ও নির্দেশনা মেনে চলতে হবে। ওয়াকিটকি ব্যবহারকারী কর্তৃক ওয়াকিটকির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

৩.৯ ক্ষতিগ্রস্ত সমাজের সাথে যোগাযোগ

দুর্যোগ বা সংঘাতময় পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত অথবা বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় মানবিক সেবাদান করাই হচ্ছে সোসাইটির মুখ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর মধ্যে জীবনরক্ষাকারী জরুরি তথ্য যেমন সংকেত বার্তা প্রচার, অপসারণ, সংঘাতময় পরিস্থিতিতে বিপদাপন্ন মানুষের নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা ইত্যাদি রয়েছে।

- সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে সময়মত দ্রুততার সাথে কাজগুলো করার ক্ষেত্রে বিরাজমান ঝুঁকিসমূহ বিবেচনায় নিয়ে জনগোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগ (Communication with Community – CwC) করতে হবে।
- ঝুঁকির মাত্রা বেশি হলে তাৎক্ষণিক প্রয়োজনকে বিলম্বিত করে আগে ঝুঁকি প্রশমনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

৩.১০ আইন প্রয়োগকারী সংস্থা/সশস্ত্র বাহিনীর সাথে সমন্বয় সাধন

সশস্ত্র সংঘাত, সহিংসতা ও উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে মানবিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার স্বার্থে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, সশস্ত্র বাহিনী ও বিবদমান পক্ষগুলোর সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধনের প্রয়োজন হয়। মাঠ পর্যায়ে সোসাইটির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা/সশস্ত্র বাহিনীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও সমন্বয় সাধন করা জরুরি।

- আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, সশস্ত্র বাহিনী ও বিবদমান পক্ষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও সমন্বয় সাধনের কাজটি সতর্কতার সাথে সম্পন্ন করতে হবে যাতে বিবদমান অন্য পক্ষের নিকট কোনরূপ ভুল সংকেত না যায়।
- ক্ষেত্র বিশেষে সংবেদনশীল যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধনে মাঠ পর্যায়ে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হলে সোসাইটির সদর দপ্তরকে অনুরোধ জানাতে হবে।
- Incident Commanding System সম্পর্কে অবহিত হউন। সংবেদনশীল মানবিক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির সমন্বয় করে কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

স্বেচ্ছাসেবক ও কর্মীদের জন্য নির্দেশাবলি

- অফিস আদেশ ব্যতিরেকে মাঠ পর্যায়ে ভ্রমণ বা কোন অপারেশনে যাবেন না।
- নিরাপদ প্রবেশগম্যতা কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করে সুতরাং বিষয়টির সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ নিন এবং কর্মক্ষেত্রে এর প্রয়োগ করুন।
- NDRT/ UDRT/ LRT সদস্যদের বেলায় দুর্যোগে সাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে সুরক্ষা ও নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করুন।
- কর্মক্ষেত্রে সুস্পষ্ট প্রতীক চিহ্ন সম্বলিত ভেস্ট ব্যবহার করতে হবে এবং পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখতে হবে।
- কর্ম সম্পাদন কালে ব্যক্তিগত সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি ব্যবহার করুন।
- কর্মক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর সামাজিক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করুন।
- মাঠ পর্যায়ে কর্মরত অবস্থায় পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং তথ্য সংগ্রহ অব্যাহত রাখতে হবে।
- বৈষম্য সবসময়েই উত্তেজনা ও শঙ্কা বৃদ্ধি করে। সেজন্য কর্মক্ষেত্রে কোন প্রকার বৈষম্য যাতে না হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।
- ব্যক্তিগত সুরক্ষা ও সার্বিক নিরাপত্তা বিষয়ে (দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, নিরাপদ প্রবেশগম্যতা, অগ্নি নির্বাপণ, প্রাথমিক চিকিৎসা, সন্ধান ও উদ্ধার ইত্যাদি) প্রশিক্ষণ গ্রহণ করুন।
- অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক তথ্যাদি আদান প্রদানের ক্ষেত্রে গোপনীয়তা বজায় রাখতে হবে।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণে দীর্ঘসূত্রিতা পরিহার করতে হবে।
- দায়িত্ব পালনকালে পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ানোর বিষয়ে কৌশলী হতে হবে।
- মহিলা স্বেচ্ছাসেবক ও কর্মীদের কর্মবন্টন, কর্মসম্পাদন এবং লিঙ্গ বৈষম্য বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করুন।
- সহকর্মী অথবা স্থানীয় পর্যায়ে নারীঘটিত কোন অবৈধ কার্যক্রম/যৌন হয়রানির মত অপরাধ করলে আইনত দণ্ডনীয়।

- মাঠ পর্যায়ে যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিকল্প ব্যবস্থা নির্ধারণ করতে হবে।
- সর্বাবস্থায় দলনেতার নির্দেশ মেনে কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে।
- নির্দিষ্ট ছক অনুযায়ী প্রতিবেদন প্রেরণ করুন এবং প্রতিবার্তা তদারকি করুন।
- যোগাযোগের মাধ্যম যেমন মোবাইল, সেটেলাইট ফোন, ওয়াকি টকি, রেডিও সেট ইত্যাদি ভালভাবে সংরক্ষণ করুন যাতে মাঠ পর্যায়ে বিরূপ পরিবেশে এগুলোর কোনরূপ ক্ষতি সাধিত না হয়।
- প্রত্যন্ত এলাকায় অবস্থানকালে মোবাইল চার্জ দেয়া সম্ভব না হওয়ার কারণে অতিরিক্ত ব্যাটারি অথবা পাওয়ার ব্যাংক সঙ্গে রাখুন।
- মাঠ পর্যায়ে রাত্রিযাপন করতে হলে মশার উপদ্রব থেকে পরিত্রাণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।
- জরুরি যোগাযোগের নম্বরগুলো সঙ্গে রাখতে হবে।
- প্রবল বাতাস ও বৃষ্টির মধ্যে কাজ করার সময় চোখের নিরাপত্তার জন্য "আই প্রটেকটিভ গ্লাস" ব্যবহার করতে হবে।
- ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জামাদি যেমন লাইফ জ্যাকেট, রেইন কোট, হার্ড হ্যাট, গাম বুট, আই প্রটেকটিভ গ্লাস ইত্যাদি ব্যবহারের পূর্বে মান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে।
- মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন চর বা দ্বীপাঞ্চলে যাতায়াতের সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।
- খারাপ আবহাওয়ায় ঝুঁকি নিয়ে নদী পার হবেন না। পারাপারকারী ট্রলারে লাইফ বয়া বা লাইফ জ্যাকেট সংরক্ষণের জন্য মালিকদেরকে উদ্বুদ্ধ করুন।
- কর্মক্ষেত্রে বন্য জন্তু যেমন হাতি, বাঘ, সাপ ইত্যাদির মুখোমুখি হলে পরিস্থিতি উত্তরণের উপায় ও করণীয় কি তা ভালভাবে জেনে রাখুন।
- পাহাড়ি এলাকায় মোবাইল নেটওয়ার্ক পাওয়া না গেলে যোগাযোগের বিকল্প উপায় নির্ধারণ করুন।
- মানসিক/শারীরিকভাবে সুস্থ না থাকলে মাঠ পর্যায়ে কোন অপারেশনে যাবেন না।
- শিল্প কারখানায় দুর্ঘটনা, বয়লার ও গ্যাস বিস্ফোরণ, অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদি ক্ষেত্রে দুর্ঘটনার প্রকৃতি না জেনে কাজ শুরু করবেন না। এ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞদের পরামর্শ নিন।
- পাহাড় ধস, ভবন ধস ইত্যাদি পরিস্থিতিতে সেবামূলক কাজ করার সময়ে নিজের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- নৌ-দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে সাঁতার জানা না থাকলে কোন ক্রমেই পানিতে নামবেন না। বিপন্ন ব্যক্তিকে উদ্ধারের জন্য বিকল্প পন্থা অবলম্বন করুন। এই অবস্থায় আপনার সাথে রক্ষিত জরুরি যোগাযোগ তালিকা অনুযায়ী ফায়ার সার্ভিস, পুলিশ, এ্যাম্বুলেন্স ইত্যাদি সংস্থার সাথে অবিলম্বে যোগাযোগ করুন।
- কোন স্বেচ্ছাসেবক বা কর্মকর্তা রক্তদান অথবা রক্ত গ্রহণকালে রক্তের গুণগত মান পরীক্ষা করার ব্যবস্থা নিতে হবে।
- সর্বদাই স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে সতর্ক থাকুন এবং রোগাক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি এড়িয়ে চলতে হবে।

- মাঠ পর্যায়ে টিউবওয়েলের পানি অথবা বোতলজাত পানি পান করুন।
- প্রচুর জনসমাগম (যেমন শরণার্থীদের সমাগম) পরিস্থিতিতে কর্ম শুরুর পূর্বে নিজের সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ভ্যাকসিনেশন নিন।
- ভ্রমণকালীন সময়ে পথিমধ্যে কোন সমস্যার উদ্রেক হলে সংশ্লিষ্ট ইউনিটের সহায়তা নিন।
- এমনতর অবস্থায় আপনার সঙ্গে যদি কোন বিদেশি প্রতিনিধি থাকে তবে তাঁদের নিরাপত্তার জন্য অধিক সতর্কতা অবলম্বন করুন।
- আপনার জীবন বীমা না থাকলে তা অবিলম্বে গ্রহণ করুন।
- স্থানীয় প্রশাসন, মিডিয়া ও সুশীল সমাজের সাথে সমঝোতাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করুন।
- যে কোন ধরনের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং জাতিগত দ্বন্দ্ব মোকাবিলায় দৃঢ়তার সাথে কাজ করুন এবং নিরপেক্ষতা ও পক্ষপাতহীনতার নীতিমালা অনুসরণ করুন।

জরুরি পরিস্থিতিতে দায়িত্ব পালন কালে পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ানোর বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অনভিপ্রেত পরিস্থিতি

অধ্যায় - ৪

দুর্যোগ ছাড়াও মানুষের প্রাত্যাহিক জীবনে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টিকারী অনেক উপাদান রয়েছে। যার মধ্যে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা, প্রতিহিংসা, সংঘাত, শত্রুতা, প্রতিশোধ ইত্যাদি নানা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রেড ক্রিসেন্ট কর্মীরা ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন। এই রকম পরিস্থিতির উদ্ভব হলে সোসাইটির কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে সুরক্ষা ও নিরাপত্তার বিষয়টি দক্ষতার সাথে নিশ্চিত করতে হবে।

৪.১ সশস্ত্র ডাকাতি

নিজ বাড়িতে, কর্মস্থলে, এমনকি ভ্রমণকালীন সময়েও সশস্ত্র ডাকাতি (Armed robbery) সংঘটিত হতে পারে। ডাকাতদের হাতে অস্ত্রাদি থাকে বিধায় তাদের জন্য বিপদের কোন আলামত দেখলেই তারা অস্ত্র দ্বারা মানুষকে আহত বা নিহত করে। যদিও তাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্থ ও দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করা। এ ধরণের পরিস্থিতির মুখোমুখী হলে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা নিন:

- যথাসম্ভব শান্ত থাকুন এবং আতঙ্কগ্রস্ত হবেন না। ঘটনার সময় কতজন হামলাকারী ছিল এবং তারা দেখতে কেমন ইত্যাদি তথ্য মনে রাখার চেষ্টা করুন। এ সকল প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পরবর্তীতে বিষয়ের উদঘাটন বা তদন্ত কাজে সহায়ক হবে।
- কোন অবস্থাতেই সশস্ত্র ডাকাতদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রদর্শন বা জোর জবরদস্তি করবেন না। আপনার অর্থ ও মালামাল লুট করার সময় কোনরূপ বাধা দেবেন না। মনে রাখবেন যে অর্থ ও মালামালের চেয়ে আপনার জীবনের মূল্য অনেক বেশি।
- হামলাকারীদের সাথে কথাবার্তা বলা সম্ভবপর হলে বিচক্ষণতার সাথে কথাবার্তা বলুন।
- অকস্মাৎ নড়াচড়া করবেন না এবং আপনার হাত দুটো উন্মুক্ত রাখুন।
- নিজের পকেটে হাত দিতে গেলেও তা হামলাকারীদেরকে বলুন।
- হামলাকারীদের প্রস্থানের পর আপনি নিজেকে যখন নিরাপদ ভাববেন তখন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি অবহিত করবেন।

৪.২ চুরি ইত্যাদি

অফিস, অস্থায়ী কর্মস্থল, গুদাম ইত্যাদি স্থাপনাসমূহে রক্ষিত মূল্যবান সামগ্রী যথা: নগদ অর্থ, স্বর্ণালঙ্কার, মোবাইল ফোন, ক্যামেরা, কম্পিউটার, ত্রাণসামগ্রী, ঔষধপত্র ইত্যাদি চুরি বা খোয়া যাওয়ার ঘটনা ঘটতে পারে। যদিও চুরির ঘটনা অহরহ ঘটছে না তবুও এ ব্যাপারে সদা সতর্ক থাকা জরুরি। অফিস, অফিস সামগ্রী ও গুদাম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণকালে সংশ্লিষ্ট সকলকে সাবধানতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

- আপনার কাছে কি কি সামগ্রী আছে তার তালিকা করুন। আপনার গ্রহণকৃত ও বণ্টিত সামগ্রীর তালিকা ও স্টক সংরক্ষণ করুন এবং কয়েক দিন পর পর হিসাব মিলান।

- আপনার নিজস্ব ব্যবহার্য দ্রব্য সামগ্রী ঠিক আছে কিনা তা মিলিয়ে নিন।
- আপনার জিম্মায় রক্ষিত রেড ক্রিসেন্টের মেডিকেল ও খাদ্য সামগ্রী এবং প্রয়োজনীয় অফিস সামগ্রীর নিরাপত্তা বিধানে প্রয়োজনে নিরাপত্তা প্রহরী নিয়োজিত করুন।
- কর্মকর্তা, কর্মচারী ও স্বেচ্ছাসেবকদের থাকার জন্য ব্যবহৃত কক্ষ বা কক্ষসমূহের তালা বাইরে যাওয়ার সময় বন্ধ রাখুন।
- কোন প্রকার চুরি সংঘটিত হলে নিকটস্থ থানা কর্তৃপক্ষকে সাধারণ ডাইরি বা প্রাথমিক তথ্য প্রতিবেদন (FIR) আকারে বা অন্যান্যভাবে প্রতিকারের জন্য অবহিত করুন।

৪.৩ রাজনৈতিক সহিংসতা, হরতাল, মারমুখী আচরণ, ভয় ভীতি প্রদর্শন/দাঙ্গা ইত্যাদি

রাজনৈতিক অস্থিরতা, হরতাল, অবরোধ, হানাহানি ইত্যাদি জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে। বিগত সময়ে আমাদের দেশে এ ধরনের ঘটনায় অসংখ্য মানুষের প্রাণহানিও ঘটেছে। রাজনৈতিক অস্থিরতা, হরতাল, অবরোধ, হানাহানি, ভয় ভীতি প্রদর্শন/দাঙ্গা ইত্যাদি অভাবনীয় পরিস্থিতিতে নিম্নবর্ণিত সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন :

- রাজনৈতিক অস্থিরতা, হরতাল, অবরোধ ইত্যাদি পরিস্থিতিতে মানবিক বিপর্যয় রোধে সেবামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য কর্ম পরিকল্পনা (Action Plan) প্রণয়ন করুন।
- আপনার নিকট যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে মোবাইল ফোনটি সঙ্গে আছে কিনা এ বিষয়ে নিশ্চিত হোন।
- হরতাল চলাকালীন সময়ে নিজের শনাক্তকরণ চিহ্ন অর্থাৎ রেড ক্রিসেন্ট প্রতীক সুস্পষ্টভাবে প্রদর্শিত অবস্থায় রাখুন। পরিহিত ভেস্ট ও ব্যাজ প্রদর্শনের জন্য উন্মুক্ত রাখুন।
- বিপদাপন্ন লোকজনকে অপসারণ ও আহত লোকজন হাসপাতালে প্রেরণ করার জন্য রেড ক্রিসেন্ট প্রতীক সম্বলিত পিক-আপ অথবা এ্যাম্বুলেন্স ব্যবহার করুন।
- সঙ্কটপূর্ণ এলাকা থেকে দূরে অবস্থান করুন ।
- গাড়ি না থাকলে পায়ে হেঁটে নিরাপদ স্থানে চলে যান এবং উশৃঙ্খল জনতা থেকে দূরে থাকুন।
- আপনি যদি কোন এলাকায় কোন দাঙ্গার মধ্যে পড়ে যান তবে অনতিবিলম্বে ঐ এলাকা ত্যাগ করুন।
- আপনি যদি গাড়িতে থাকেন এবং বেরিয়ে যাওয়ার পথ না থাকে তবে গাড়ি ফেলে রেখে শীঘ্র ঐ এলাকা ত্যাগ করুন। মনে রাখবেন জীবনের মূল্য অনেক বেশি।

৪.৪ গোলাগুলি

একে অন্যকে ঘায়েল করার জন্য শক্তি প্রয়োগের মাধ্যম হিসেবে অস্ত্র প্রদর্শন ও গোলাগুলির ঘটনা ঘটে থাকে। কতটুকু দুরত্বে গোলাগুলি সংঘটিত হচ্ছে তার উপর নির্ভর করবে আপনি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। পরিস্থিতিগত ঝুঁকি প্রশমনের জন্য স্বেচ্ছাসেবক ও কর্মীবৃন্দ নিম্নবর্ণিত নির্দেশাবলি অনুসরণ করবেন:

- মাঠ পর্যায়ে অপারেশনে যাওয়ার পূর্বে ভাল করে জেনে নিশ্চিত হোন যে সেখানে যাওয়া নিরাপদ কিনা।
- যদি কোন গোলাগুলির শব্দ পান তবে শান্ত থাকুন। গোলাগুলির শব্দ যদি দূরে হচ্ছে বলে অনুভূত হয় সে ক্ষেত্রে গাড়ি থামিয়ে দিন এবং নিরাপদ স্থানে সরে যান। গোলাগুলির শব্দ যদি কাছেই হচ্ছে বলে অনুভূত হয় তা হলে গাড়ী থামিয়ে অবিলম্বে নিরাপদ আশ্রয় নিন। এ ক্ষেত্রে কোন দেয়ালের পাশে আশ্রয় নেয়া যুক্তিযুক্ত।
- নিরাপত্তার স্বার্থে ঐ এলাকা ত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত না হলে নিরাপদ আশ্রয়েই থাকুন। আপনি যদি কোন ভবনের মধ্যে থাকেন তবে জানালার পাশে না থেকে ভবনের কেন্দ্রস্থলে নীচু হয়ে অবস্থান নিন।
- আপনি যদি ভবনের বাইরে থাকেন তবে মাথা নিঁচু করে সমতল বরাবর থাকুন এবং সম্ভব হলে গাড়ির পেছনে অথবা অন্য কোন নিরাপদ স্থানে চলে আসুন।

৪.৫ অতর্কিত আক্রমণ

অতর্কিত আক্রমণ (Ambush) যে কোন সময়েই সংঘটিত হতে পারে। এ ধরনের আক্রমণ থেকে জীবন বাঁচানো বা নিরাপদ থাকার জন্য নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা মেনে চলুন:

- অকস্মাৎ অতর্কিত আক্রমণের ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়ম হলো থেমে যাওয়া এবং আক্রমণ থেকে নিজেকে আড়াল করা। তবে যদি নিশ্চিত হন যে আপনি নিজেই আক্রমণের লক্ষ্য তবে পরিস্থিতি ও অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে যথাসম্ভব দৌড়িয়ে সরে গিয়ে নিজেকে রক্ষা করুন।
- আপনার গাড়ি যদি লক্ষ্যবস্তু হয় এবং অন্য কোন দিকে সরে যাওয়ার পথ খোলা না থাকে তবে একমাত্র উপায় হলো যত জোরে সম্ভব গাড়ী চালিয়ে চলে যাওয়া।
- গাড়ির ড্রাইভার যদি গুলিবিদ্ধ হয় অথবা গাড়ি যদি অচল হয়ে যায় তবে অন্যান্য যাত্রীদেরকে ভাগ ভাগ হয়ে অতি দ্রুততার সাথে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা ত্যাগ করে বিভিন্ন দিকে সরে যাওয়ার পরামর্শ দিন।
- আপনি যদি দ্বিতীয় গাড়িতে অবস্থান করেন এবং লক্ষ্যবস্তু নয় মনে করেন তবে গাড়ি ঘুরিয়ে ডানে, বামে অথবা যে দিকে নিরাপদ সে দিকে চলে যান। এ অবস্থায় গাড়ি ঘুরানো সম্ভবপর না হলে অন্যান্য যাত্রীদেরকে দ্রুত নিরাপদ স্থানে চলে যাবার সুযোগ করে দিন এবং নিজেও সরে যান। প্রয়োজনে স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা নিন এবং পুলিশকে ঘটনাটি অবহিত করুন।

৪.৬ মাইন, অবিস্ফোরিত গোলাবারুদ/বুবি ট্র্যাপ

সামরিক স্বার্থসিদ্ধি বা যুদ্ধক্ষেত্রে বিপক্ষ দলকে অতর্কিত আক্রমণ করার জন্য মাইন স্থাপন করা হয় এবং বিশেষত: সশস্ত্র যুদ্ধ বিগ্রহে অবিস্ফোরিত মাইন, গোলাবারুদ/বুবি ট্র্যাপ (Mines, UXO's, Booby Traps) বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা হয়। যুদ্ধের ঝুঁকিপূর্ণ সীমান্ত এলাকা এবং সশস্ত্র যোদ্ধা ও এলাকাবাসীর চলাচল স্থলে এ ধরনের মানব বিধ্বংসী কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয়। এ বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বনের বিকল্প নেই। এ ধরনের পরিস্থিতিতে নিম্নবর্ণিত সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন :

- বোমা ফেলা হয়েছে, শেলিং করা হয়েছে অথবা মাইন পোঁতা হয়েছে এমন এবং বিপদাপন্ন এলাকা নির্দেশিত মানচিত্রের অনুলিপি যোগাড় করুন। এই কাজটি দুরূহ ও গোপনীয় হওয়া সত্ত্বেও আইসিআরসির সহযোগী হিসেবে কর্মরত সোসাইটির স্বেচ্ছাসেবক কর্তৃক মানবিক সহায়তা প্রদানের স্বার্থে এ বিষয়ে স্থানীয় সামরিক পোস্টের সাথে সমন্বয় করে মানচিত্র যোগাড় করতে হবে।
- বিপদপূর্ণ এলাকা থেকে দূরে অবস্থান করুন (গাড়ি ১০০ থেকে ১৫০ মিটার দূরত্বে পার্ক করুন) ।
- পারিপার্শ্বিকতা সম্বন্ধে সতর্ক থাকুন ও এয়ারপোর্ট অথবা টার্মিনালে অরক্ষিত কোন মালামাল থেকে দূরে অবস্থান করুন।
- কোন সন্দেহজনক দ্রব্যাদি থেকে দূরে থাকুন এবং আইন শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষকে (যেমন পুলিশ) অবহিত করুন।
- দেশের বিরোধপূর্ণ সীমান্ত এলাকায় কাজ করার ক্ষেত্রে বিশেষ করে সামরিক ও বেসামরিক জনগণের প্রাথমিক চিকিৎসা, পরিবহণ ও অন্যান্য সেবা প্রদানে নিয়োজিত স্বেচ্ছাসেবক ও জরুরি সেবা প্রদানকারীদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বিষয়ক একটি কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করুন।

৪.৭ জিম্মি করা/অপহরণ

রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট কর্মকর্তা, কর্মচারী ও স্বেচ্ছাসেবকদের মানবিক সাহায্য কার্যক্রম পরিচালনা করার সময়ে অপহরণ বা জিম্মি হবার (Hostage taking / abduction) অনেক নজির আছে। অপহরণকারীরা অপহরণ করার পর জিম্মি করে কোন কোন ক্ষেত্রে ঘোষণা দিয়ে অর্থ আদায়ের জন্য চাপ দেয়। পত্র পত্রিকা ও অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমে এসকল খবর ফলাও করে ছাপা হয় আবার কোন কোন সময়ে খুবই গোপনীয়তা বজায় রেখে মুক্তিপণ আদায় করার চেষ্টা করে। এমন পরিস্থিতিতে যা করণীয় তা হলো:

- কোন নির্দিষ্ট সশস্ত্র দল কর্তৃক অপহরণকৃত একজন মানুষের একটাই মাত্র উদ্দেশ্য থাকে আর তা হলো জীবন বাঁচানো।
- অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো অপহরণকৃত মানুষটি অপহরণকারীদের নির্দেশাবলি মেনে চলবে।
- পালানোর চেষ্টা করবেন না। অপহরণকৃত ব্যক্তির মুক্তির বিষয়টি ক্রমান্বয়ে বহিঃবিশ্বের দায়িত্বের আওতাভুক্ত হয়ে দাঁড়ায়।
- শান্ত থাকুন, এমন পরিণতি প্রত্যাশিত না হলেও তা মেনে নিন এবং আদেশাবলি অনুসরণ করুন।
- আপনার ডাক্তারী চিকিৎসার বিস্তারিত বর্ণনা অপহরণকারীদেরকে অবহিত করুন।
- দীর্ঘদিন আটক থাকার জন্য নিজেকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করুন।
- যে সব খাদ্যদ্রব্য আপনাকে প্রদান করা হয় তা বিস্বাদ হলেও খান কারণ আপনাকে শারীরিকভাবে সবল থাকতে হবে।
- সহায়ক চিন্তাধারার মাধ্যমে মানসিক শক্তি সঞ্চয় করুন।

- ঘড়ি আপনার কাছে না থাকলেও সময়ের একটা হিসাব রাখুন।
- বই, সংবাদপত্র, রেডিও শোনা ইত্যাদি কোন প্রকার সুযোগ সুবিধা পেলে তা সাদরে গ্রহণ করুন। গোসল ও কাপড় কাচার সুবিধা প্রদানের জন্য বলুন।
- অপহরণকারীদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলুন যাতে আপনি তাদের সহানুভূতি অর্জন করতে পারেন। মাঝে মাঝে কিছু প্রচার কাজ করুন যেমন রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিতে আপনার কার্যক্রম কি ও কেমন ছিল তা বলুন। আপনি যে একজন মানবসেবী তা তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করুন।

এ ধরনের পরিস্থিতিতে যা বর্জনীয় তা হলো :

- তাদের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হবেন না কারণ আপনি তাদের ক্ষমতার কাছে পরাভূত।
- তাদের সাথে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আলোচনা থেকে বিরত থাকুন।
- কখনো খুব বেশি বিষণ্ন হবেন না এবং খুব বেশি আশাবাদীও হবেন না।
- শারীরিকভাবে সংঘর্ষে লিপ্ত হবেন না এবং উত্তেজনাকর কথাবার্তা বলবেন না।
- পালানোর চেষ্টা করবেন না।
- আপনি আপনার সংস্থা বা পরিবার থেকে পরিত্যক্ত হয়েছেন এমন ধারণা কখনো করবেন না।

রাজনৈতিক সংঘর্ষ ও সশস্ত্র ইত্যাদি পরিস্থিতিতে মানবিক সেবামূলক কর্মকান্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে নিরাপত্তাজনিত প্রাক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করুন।

অধ্যায় - ৫

মাঠ পর্যায়ে ভ্রমণ

দুর্যোগ, সংঘাত, সহিংসতা ছাড়াও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সোসাইটির নানাবিধ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন, তদারকি, মূল্যায়ন ইত্যাদি কাজে প্রতিনিয়তই কর্মকর্তা ও স্বেচ্ছাসেবকদেরকে মাঠ পর্যায়ে সফরে যেতে হয়। এই সফর স্বল্প সময়ের জন্য হতে পারে আবার সপ্তাহব্যাপীও হতে পারে। সাধারণতঃ এ সকল সফরে পরিবহণ হিসেবে সোসাইটির নিজস্ব গাড়ি, ভাড়া করা গাড়ি, বিভিন্ন ধরনের নৌযান, মোটর সাইকেল ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। শান্তিপূর্ণ সময়ে এই সফর নিরাপদ হলেও দুর্যোগপূর্ণ সময়ে তা অনিরাপদ হতে পারে। এ জন্যই যে কোন সফরকালীন সময়ে নিরাপত্তা বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা অতি জরুরি।

৫.১ মাঠ সফরের নির্ধারিত ফর্ম

ভ্রমণকারী কমপক্ষে ভ্রমণের ৩ দিন পূর্বে মাঠ সফরের অনুরোধ পত্র (Field Travel Request Form) পূরণ করে সংশ্লিষ্ট বিভাগের পরিচালক ও সিকুইরিটি সেলের কর্মকর্তার (বর্তমানে সোসাইটিতে এই পদ নেই) অনাপত্তিসহ মহাসচিব বরাবরে জমা দিবেন। মহাসচিবের অনুমোদনের পর ভ্রমণকারী ভ্রমণের প্রস্তুতি নিবেন। মাঠ সফরের অনুরোধ পত্রের নমুনা সংযুক্তি-৬ এ উপস্থাপন করা হলো।

৫.২ যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রে সতর্কতা

- সোসাইটির গাড়িতে চতুর্দিক থেকে পরিষ্কারভাবে দৃশ্যমান রেড ক্রিসেন্ট প্রতিকটি লাগিয়ে নিন। রাতের বেলায় আলোর ছটায় জ্বলে উঠে এমন প্রতিক থাকলে দৃশ্যমানতা বাড়বে। রেড ক্রিসেন্টের গাড়ি সাদা রং সম্বলিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- গাড়ির চতুর্দিকে সাটার জন্য রেড ক্রিসেন্ট প্রতিক সম্বলিত স্টিকার ও গাড়ির ছাদের উপর উপযুক্ত স্টিকার ব্যবহার করতে হবে।
- প্রয়োজনে ভাড়া করা গাড়ি ব্যবহার করতে হলে দেখতে হবে যে গাড়িটি বিবাদমান কোন পক্ষ ব্যবহার করেছিল কিনা। তবে সোসাইটি কর্তৃক ব্যবহৃত সকল গাড়ীতেই রেড ক্রিসেন্ট প্রতিক থাকতে হবে। ভাড়ার গাড়ির ক্ষেত্রে গাড়ি ফেরৎ দেয়ার পূর্বে প্রতিক সম্বলিত স্টিকার খুলে ফেলতে হবে।
- আইসিআরসি (ICRC) নিয়ন্ত্রিত গাড়িতে রেড ক্রস প্রতিক খচিত এবং আইএফআরসি (IFRC) এর গাড়িতে রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট উভয় প্রতীক খচিত থাকবে।
- গাড়ি চালনার ক্ষেত্রে গাড়ির সকল বৈধ কাগজপত্র এবং ড্রাইভারের গাড়ি চালনার লাইসেন্স রয়েছে কিনা তা দেখতে হবে এবং গাড়ি চালক শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ এবং নেশাগ্রস্ত নন এই মর্মে নিশ্চিত হয়েই যাত্রা শুরু করতে হবে।
- যাত্রা শুরুর পূর্বে ভাল করে তদারকি করে নিশ্চিত হোন যে, জ্বালানি, মটর ওয়েল, অতিরিক্ত চাকা, লাইট ইত্যাদি যথাযথ রয়েছে কিনা। গাড়িতে প্রাথমিক চিকিৎসা কিট, ছাতা, রেইন কোট, টর্চ লাইট, লাইফ জ্যাকেট, টুল বক্স, ফায়ার এক্সটিংগুইশার, দড়ি

ইত্যাদি আছে কিনা তা পরীক্ষা করে নিশ্চিত হতে হবে। তবে জরুরি চিকিৎসা দলের গাড়িতে এর অতিরিক্ত হুইল চেয়ার ও স্ট্রেচার বহন করতে হবে।

- গাড়ি চলাকালে ড্রাইভার যেন মোবাইলে কথা না বলেন তবে জরুরি প্রয়োজনে নিরাপদ স্থানে গাড়ি থামিয়ে কথা বলার অনুমতি দেয়া যেতে পারে।
- কোন জরুরি অবস্থায় ব্যবহারের জন্য কিছু শুকনো খাবার ও পানীয় সঙ্গে রাখুন। একই সাথে ব্যক্তিগত জরুরি ঔষধপত্র সঙ্গে রাখুন।
- পারিপার্শ্বিকতা এবং রাস্তার অবস্থা অনুযায়ী গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণ করুন। কোন অবস্থাতেই নির্দেশিত বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আদেশকৃত গতি অতিক্রম করে গাড়ি চালাবেন না।
- স্পর্শকাতর ও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা এড়িয়ে চলতে হবে।
- একনাগাড়ে গাড়ি না চালিয়ে ড্রাইভারকে প্রয়োজনীয় বিরতি দিন। প্রতি দুই ঘন্টা চালনার পর ১৫ মিনিটের বিরতি, খাবারের জন্য ৩০ মিনিটের বিরতি প্রদান করা এবং ২৪ ঘন্টার মধ্যে ৮ ঘন্টার বেশি গাড়ি চালনা করা উচিৎ নয়।
- গন্তব্যস্থানে গাড়ির পার্কিং যথাযথ হতে হবে এবং ড্রাইভারকে সর্বদাই গাড়ির সাথে থাকতে হবে।
- রাতের বেলা গাড়ি চালনা নানাদিক থেকে ঝুঁকিপূর্ণ বিধায় তা যথাসম্ভব পরিহার করুন।
- সূর্যাস্তের পূর্বেই নিজ স্টেশনে ফিরে আসা উচিৎ। রাত্রি যাপনের প্রয়োজন হলে নির্দিষ্ট রেস্ট হাউজ, হোটেল বা নিরাপদ স্থানে অবস্থান নিন। গাড়ি ও ড্রাইভারের নিরাপত্তা বিধান করুন। স্পর্শকাতর ও বিরোধপূর্ণ এলাকা ভ্রমণ করতে হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে।

৫.৩ গাড়িতে ভ্রমণ সংক্রান্ত বিধিসমূহ (Travel regulations)

- নিরাপত্তা বেল্ট সব সময়ে সকল যাত্রীর জন্য অপরিহার্য। পেছনের সিটে উপবিষ্ট যাত্রীগণও নিরাপত্তা বেল্ট ব্যবহার করবেন।
- রেড ক্রিসেন্টের গাড়িতে অনুমোদন ছাড়া বাইরের যাত্রী পরিবহণ নিষিদ্ধ বলে গাড়িতে চলাচলের সময় তা মেনে চলবেন।
- কখনো কোন অবস্থাতেই রেড ক্রিসেন্ট গাড়িতে কোনরূপ অস্ত্রশস্ত্র বহন করা যাবে না।
- সহিংসতা ও সংঘাতময় এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় নিরাপত্তার প্রয়োজনে গাড়ির দরজা ও জানালা বন্ধ করে রাখতে হবে।
- গাড়ির জানালার কাঁচ স্বচ্ছ রাখুন। কোন সংরক্ষিত এলাকা দিয়ে গাড়ি চালনাকালে গাড়ির জানালার কাঁচ নামিয়ে রাখুন, রেডিও ও মিউজিক বন্ধ করুন এবং সানগ্লাস/হ্যাট পরা থাকলে খুলে ফেলুন।
- নিজস্ব পরিচয় পত্র সবসময়ের জন্য প্রদর্শিত অবস্থায় ব্যবহার করবেন।
- পথিমধ্যে কোন চেক পয়েন্টে পড়লে গাড়ি থামান এবং জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের জবাব দিন।
- কোন মিলিটারি কনভয় যাওয়ার সময় গাড়ি থামিয়ে কনভয়কে এগিয়ে যাওয়ার পথ করে দিন এবং কিছুটা বিলম্ব করুন। কখনও ঐ কনভয়ের সাথে সাথে থাকবেন না কারণ রেড

ক্রিসেন্টের গাড়ি কোন সামরিক কনভয়ের অনুসঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হয় না।

- চলার পথে শান্ত ও সাবলীল থাকুন, উত্তেজিত হয়ে ড্রাইভারকে দ্রুত গাড়ি চালাতে বাধ্য করবেন না।
- গাড়ির মধ্যে বসে নানা আলাপে ড্রাইভারকে আলাপের অংশীদার বানাবেন না। আপনার সহকর্মী ও ড্রাইভারকে সঙ্গে নিয়ে রাজনৈতিক আলোচনা করবেন না।
- বিতর্কিত ব্যক্তিকে সফরসঙ্গি করবেন না।
- গন্তব্যে পৌঁছানোর খবর সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠাতে হবে।
- আত্মীয় স্বজনের সাথে যোগাযোগের জন্য টেলিফোন নম্বর জানাতে হবে।
- জরুরি কারণে এক গন্তব্য স্থল থেকে অন্য গন্তব্যে যাওয়ার পূর্বে ফরম পূরণের প্রয়োজন হবে না।

৫.৪ অন্যান্য মাধ্যমে ভ্রমণ

পায়ে হেঁটে চলাচল

- পায়ে হেঁটে চলাচলের ক্ষেত্রে রাস্তা নিরাপদ কিনা জানুন।
- পথ নির্দেশ সম্বলিত এলাকার একটা ম্যাপ সঙ্গে রাখুন।
- প্রয়োজনে একজন পথপ্রদর্শককে সঙ্গে রাখুন।
- সঠিক মানের জুতা ব্যবহার করুন।
- রাস্তায় মাইন বা অবিস্ফোরিত গোলাবারুদ রয়েছে এমন তথ্য পেলে সামনে এগুবেন না।
- সাথে কিছু হালকা খাবার ও পানীয় রাখুন।

মোটর সাইকেল

- মোটর সাইকেল চালনাকালে সর্বদাই আবশ্যিক হিসেবে হেলমেট ব্যবহার করতে হবে।
- অতিরিক্ত গতিতে মোটর সাইকেল চালাবেন না।
- মোটর সাইকেল চালনার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বিষয়ে সতর্ক থাকুন।
- মোটর সাইকেলের ধারণ ক্ষমতার প্রতি সতর্ক থাকুন এবং একজনের অতিরিক্ত যাত্রী নিয়ে মোটর সাইকেল চালাবেন না।
- লুঙ্গি, স্যান্ডেল ইত্যাদি ঢিলেঢালা পরিচ্ছদ পরে মোটর সাইকেল চালানো যাবে না।

মোটর বোট/লঞ্চ

- জলযানে আরোহণকারী ব্যক্তিকে অবশ্যই সাঁতার জানতে হবে।
- মোটর বোট বা লঞ্চে ভ্রমণকালীন জরুরি কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে জেনে নিন।

- নিশ্চিত হোন যে লঞ্চে লাইফ জ্যাকেট রয়েছে। জলযানে নিয়মিত চলাচল করার ক্ষেত্রে সোসাইটি কর্তৃক প্রদত্ত রেড ক্রিসেন্ট প্রতীক সম্বলিত লাইফ জ্যাকেট সঙ্গে রাখা বাঞ্ছনীয়।
- লঞ্চের সর্বোচ্চ ধারণ ক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য রাখুন।
- নদী বন্দর ও সমুদ্র বন্দরসমূহের জন্য প্রদত্ত ঘূর্ণিঝড়ের সংকেত ও আবহাওয়ার পূর্বাভাস জেনে লঞ্চে আরোহণ করুন।

* নিরাপত্তা বিষয়ক আকস্মিক ঘটনার প্রতিবেদন ছকের নমুনা সংযুক্তি ৭ এ উপস্থাপন করা হলো।

ভ্রমণকালীন সময়ে সংশ্লিষ্ট স্বেচ্ছাসেবক ও কর্মকর্তাবৃন্দ যান চলাচল নীতিমালা ও নির্দেশাবলির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে ভ্রমণ করবেন।

অধ্যায় - ৬

তথ্য ও যোগাযোগ বিষয়ে সুরক্ষা ও নিরাপত্তা

বর্তমান সময় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্রমবিকাশে বিকশিত হয়ে চরম উৎকর্ষতা লাভ করেছে। সমাজ, পরিবার তথা ব্যক্তিগত পর্যায় পর্যন্ত তথ্য প্রযুক্তির বিশাল ভাণ্ডার অবারিত হওয়ার কারণে বিশ্ব এখন নতুন যুগে প্রবেশ করেছে। এখন সকল ধরনের কাজই ওয়েব সাইটের উপর নির্ভর করে কম্পিউটার ব্যবহারের মাধ্যমে পরিচালিত ও বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং ক্রমপ্রসারমান তথ্যের ভাণ্ডার বিশাল থেকে বিশালতর হচ্ছে। যুগের সাথে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিও সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি ও কম্পিউটার প্রোগ্রাম ব্যবহার করে দেশ-বিদেশের সকল কাজ সম্পাদন করছে।

তথ্য প্রযুক্তি এমন একটা সম্পদ যাতে হার্ডওয়্যার হিসেবে রয়েছে, ডেস্ক টপস্, ল্যাপ টপস্, নোটবুকস্, মোবাইল, স্যাটেলাইট টেলিফোন, অন্যান্য প্রয়োগ মাধ্যম, ডাটা, সফ্টওয়্যার ইত্যাদি। কম্পিউটার নির্ভর এই তথ্য প্রযুক্তির মধ্যে অসংখ্য ভাইরাসের আক্রমণ এবং ইলেকট্রনিক্স চৌর্যবৃত্তির নানা ধরনের কৌশলের প্রয়োগ এখন নিত্য-নৈমিত্তিক হয়ে দেখা দিয়েছে।

৬.১ কম্পিউটার প্রোগ্রামিং, হার্ডওয়্যার ও তথ্যাদি সুরক্ষা

নিত্য-নৈমিত্তিক কম্পিউটারের ব্যবহার, কম্পিউটার প্রোগ্রামিং, তথ্য প্রযুক্তি ও তথ্যভাণ্ডারের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা প্রয়োজন:

- তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি (Information and Communication Technology-ICT) একটা সম্পদ যাতে হার্ডওয়্যার হিসেবে রয়েছে ডেস্ক টপস্, ল্যাপ টপস্, সার্ভার্, মোবাইল ফোন, সেটেলাইট টেলিফোন, ডাটা, সফ্টওয়্যার অন্যান্য প্রয়োগ মাধ্যম ইত্যাদি। কাঙ্ক্ষিত ফলাফল লাভ করতে হলে এগুলোর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে সম্পাদন করতে হবে।
- বিভিন্ন হুমকি বা বিপদাপন্নতা হিসেবে Advanced Persistent Threats যথা: ম্যালওয়্যার, সাইবার আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য এ্যান্টি ভাইরাস, ফায়ারওয়ালস স্থাপিত হয়েছে কিনা নিশ্চিত হতে হবে।
- দায়িত্বপূর্ণ ও পেশাগত আচরণ এবং নৈতিকতা বজায় রেখে তথ্য ও যোগাযোগ কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে হবে। অন্যের কাজকে প্রভাবিত করা, বাধাগ্রস্ত করা বা বিনষ্ট করা যাবে না।
- তথ্য বিনিময় বিষয়ে বাহ্যিক যোগাযোগ করার ব্যাপারে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিতে হবে।
- তথ্য ভাণ্ডার এবং অফিস সংশ্লিষ্ট তথ্যসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।
- তরঙ্গ সঞ্চালন প্রক্রিয়া যাতে কোন কারণে বাধাগ্রস্ত না হয় সে বিষয়ে সার্ভার সার্ভিস-হোল্ডারদের সাথে সমন্বয় সাধন করুন।
- বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা প্রণয়ন পূর্বক তা সোসাইটির অচরণ বিধি ও বিধিমালার সাথে সংগতিপূর্ণ করতে হবে।
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারকারী ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি ও তথ্যাদির নিরাপত্তা বিধান

করবেন এবং এ বিষয়ে দায়ী থাকবেন।

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ঝুঁকি এবং সংশোধন বিষয়ক ব্যবস্থাপনা সোসাইটির কার্যক্রমের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে মনে করতে হবে।
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির জন্য বিভিন্ন উপকরণাদি সংগ্রহের পূর্বে তার উপযুক্ততা যাচাই করার জন্য সোসাইটির তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শাখা দায়িত্ব পালন করবে।

৬.২ মোবাইল/সেটেলাইট ফোনের ব্যবহার

সোসাইটির সকল ধরনের কাজে তথ্যের আদান প্রদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মোবাইল ফোন ব্যবহারের মাধ্যমে এই লক্ষ্য অর্জন সহজতর হয়েছে।

- কোন অপারেশন বা মাঠ পর্যায়ে যাওয়ার পূর্বে নিশ্চিত হোন যে আপনার মোবাইল ফোনটি আপনার সঙ্গে রয়েছে। মোবাইল ফোন ও এর আনুসাঙ্গিক সরঞ্জামাদি সংরক্ষণের দায়িত্ব আপনার নিজের।
- আপনার কর্ম এলাকার যে সকল স্থানে (যেমন পাহাড়ি এলাকা, দুর্গম চরাঞ্চল) মোবাইল নেটওয়ার্ক নেই সে সকল এলাকার তালিকা সংরক্ষণ করুন এবং যোগাযোগের বিকল্প কি হতে পারে তা নির্ধারণ করুন।
- কোন কোন দুর্গম বা মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন এলাকায় বিদ্যুৎ না থাকার কারণে মোবাইল-এর ব্যাটারি চার্জ করা যায় না। এ ক্ষেত্রে চার্জার ব্যাংক ব্যবহার করুন।
- যে সকল এলাকায় প্রচলিত যোগাযোগ মাধ্যম কাজ করে না সাধারণত সেখানে স্যাটেলাইট ফোন ব্যবহার করা হয়। প্রয়োজনের সময় স্যাটেলাইট ফোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সরবরাহ করার জন্য প্রস্তাব করুন।
- স্মার্ট ফোন ও ট্যাবলেট কম্পিউটারে তথ্য সংগ্রহ করুন।

৬.৩ রেডিও সেটের ব্যবহার

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি দীর্ঘদিন যাবৎ রেডিও (Radio/VHF Sets) যোগাযোগ ব্যবস্থা চালিয়ে আসছে। এর মধ্যে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির রেডিও নেটওয়ার্কটি (এইচএফ রেডিও এবং ভিএইচএফ রেডিও) মানবিক কাজে ব্যবহৃত এশিয়া মহাদেশে সর্ববৃহৎ বলে বিবেচিত।

- স্টেশন ভিত্তিক রেডিও অপারেটর এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকতাগণ রেডিও সেট ব্যবহার বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করুন।
- রেডিও সেট পরিচালনা ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত ম্যানুয়াল সর্বদাই হাতের কাছে রাখুন এবং নির্দেশাবলি মেনে চলুন।
- উপকূলীয় বিভিন্ন এলাকা ও বিচ্ছিন্ন চরাঞ্চলে স্থাপিত রেডিও সেট ও আনুষাঙ্গিক সরঞ্জামাদির নিরাপত্তা বিষয়ে সর্বদা সজাগ থাকুন।
- বজ্রবিদ্যুৎ ও বজ্রঝড় চলাকালে রেডিও চালনা বন্ধ রাখুন এবং সেট থেকে এ্যান্টিনার সংযোগ খুলে রাখুন।
- কোন কারণে রেডিও বিকল হলে অনতিবিলম্বে তা মেরামতের ব্যবস্থা নিন।

জরুরি সময়ে টেলিফোন/মোবাইল যোগাযোগের জন্য ছকের নমুনা সংযুক্তি ৮ এ উপস্থাপন করা হলো।

অধ্যায় - ৭

সোসাইটির অবকাঠামো এবং সম্পদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা

সারা দেশব্যাপী বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো ও স্থায়ী সম্পদ রয়েছে। এগুলো ঢাকাস্থ জাতীয় সদর দপ্তর, ৬৮টি ইউনিট/শাখাসহ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প সংলগ্ন স্থাপনাসমূহের নৈমিত্তিক সুরক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন। এসকল স্থাপনাসমূহ জাতীয় সদর দপ্তর, ইউনিট/শাখা, হাসপাতাল, মাতৃসদন ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, গুদাম, খোলা জায়গা, অফিস ভবন, অন্যান্য বাণিজ্যিক ভবনসমূহ, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র, মাটির কিল্লা, বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, যানবাহন ও প্রকল্পসমূহের স্থাপনাদি বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির অন্তর্ভুক্ত স্থায়ী সম্পদরূপে পরিগণিত। এই বিশাল সম্পদসমূহ যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য একটি নির্দিষ্ট নীতিমালা, নির্দেশনা মাফিক কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির ইতোমধ্যে প্রণীত সম্পদ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ও নির্দেশিকা অনুসরণ করতে হবে।

৭.১ সংস্কার ও রেট্রোফিটিং

বাংলাদেশ ভূমিকম্পপ্রবণ হওয়ার কারণে অবকাঠামোগত ঝুঁকি এড়ানোর কোন বিকল্প নেই। যেকোন সময় একটা মাঝারি আকারের ভূমিকম্পের ঝাঁকুনি প্রভূত ক্ষয়ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

- কোন অবকাঠামো পুরানো বা দুর্বল হয়ে পড়লে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ সত্ত্বেও একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর এর সংস্কার করতে হবে।
- অবস্থাভেদে প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত মূল্যায়নের ভিত্তিতে স্থাপনাগুলোর ঝুঁকির মাত্রা নির্ণয়পূর্বক প্রয়োজনমতো সংস্কার বা রেট্রোফিটিং (Renovation and Retrofiting) করতে হবে।

৭.২ ভবন নির্মাণ বিধিমালা মেনে চলা

নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে বসবাসের জন্য ভবন সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের জন্য বাংলাদেশ সরকারের গণপূর্ত মন্ত্রণালয় Bangladesh National Building Code প্রণয়ন করেছে এবং তা প্রয়োগ করছে। কেবল ভবন নির্মাণই নয় ভবন রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রেও এই আইন প্রযোজ্য। এ কথা অনস্বীকার্য যে, সোসাইটির অনেক ভবন এই নির্মাণ বিধিমালা প্রববর্তনের পূর্বেই নির্মিত হয়েছে, ভূমিকম্প ঝুঁকির ক্ষেত্রে সেগুলোই বেশি বিপদাপন্ন। বিষয়টি বিবেচনায় রেখে সোসাইটির সকল পর্যায়ে ভবন নির্মাণ বিধিমালা না মেনে যে সকল স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে সেগুলো প্রকৌশলগত নিরীক্ষার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

- আগামী দিনে সোসাইটির সকল পর্যায়ে স্থাপনা নির্মাণের ক্ষেত্রে ভবন নির্মাণ কোড যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা তা তদারকি করতে হবে।
- ঢাকা ছাড়া অন্যান্য শহর ও অঞ্চলে ছড়ানো ছিটানো স্থাপনাসমূহ রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে সোসাইটির সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ও নির্দেশিকা অনুসরণ করতে হবে।

৭.৩ অন্যান্য সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ

যানবাহন : সোসাইটির বিভিন্ন ধরনের যানবাহন যথা: ট্রাক, পিক আপ, জিপ, কার, মোটর সাইকেল ইত্যাদি স্বাভাবিক সময়ে এবং জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ব্যবহার হয়ে আসছে। এ সকল স্থল যান ছাড়াও রয়েছে কিছু সংখ্যক স্পিড বোট রয়েছে যা অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে। যদিও ইউনিট/শাখাসমূহে তাদের নিজস্ব যানবাহন নেই তবে জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য জাতীয় সদর দপ্তর থেকে কখনো কখনো যানবাহন সরবরাহ করা হয়ে থাকে। তবে সোসাইটির জাতীয় সদর দপ্তরে নানাবিধ যানবাহনের মধ্যে অনেকগুলো পুরাতন, ফিটনেস বিহীন বা সুষ্ঠু মেরামতের অপেক্ষায় রয়েছে। গাড়ির মেরামত কাজ সবসময়ই ব্যয়বহুল হওয়ার কারণে অর্থ বরাদ্দ না থাকায় যানবাহন বিভাগ পিছপা নীতি অনুসরণ করেন। দুর্যোগ মোকাবিলায় গাড়ি সচল রাখার জন্য নিম্মোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন :

- সোসাইটির গাড়ি 'থার্ড পার্টি ইন্সুরেন্স' করার স্থলে গাড়ির ড্রাইভার, যাত্রী, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি এবং সম্পূর্ণ গাড়িটি ইন্সুরেন্স বিস্তৃত করতে হবে। সম্পূর্ণ গাড়ির ইন্সউরেন্স থাকলে কোন দুর্ঘটনায় গাড়ি বিনষ্ট হলে ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায়।
- গাড়িসমূহের সর্বোচ্চ চালনা সীমা অতিক্রম করার পর গাড়িটি চলাচলের অযোগ্য ঘোষণা করতে হবে।
- গাড়ির গ্যাস সিলিন্ডার নির্দিষ্ট সময়ন্তর পরীক্ষা করাতে হবে।
- সোসাইটির নিজস্ব ওয়ার্কশপ স্থাপন করা গেলে সোসাইটির যানবাহন পরিচালনার ক্ষেত্রে সক্ষমতা অর্জন করা সম্ভব হবে।
- সোসাইটির এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস আধুনিকায়ন করলে সেবা কার্যক্রমের বিস্তার ঘটবে এবং জরুরি পরিস্থিতিতে সেবাদান সহজতর হবে।
- সোসাইটির একটি যানবাহন নীতিমালা থাকা দরকার।

গুদাম ও ত্রাণ সামগ্রী:

সোসাইটির সকল কার্যক্রমের মধ্যে দুর্যোগ ত্রাণ সহায়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হয়। সাধারণত জরুরি ত্রাণ এবং স্বাভাবিক সময়ের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সাধারণ ও চিকিৎসা ত্রাণ সামগ্রী ঢাকা জাতীয় সদর দপ্তরে এবং চট্টগ্রাম বেইস ডিপোতে গুদামজাত করা থাকে। ইউনিট/শাখা বা প্রকল্প সংশ্লিষ্ট মালামাল এলাকাভিত্তিক গুদামজাত করা থাকে। মজুত থাকাকালীন অথবা পরিবহ-নকালীন এ সকল সামগ্রীর বীমা না থাকার কারণে অগ্নিকাণ্ড অথবা প্রাকৃতিক দুর্যোগে এগুলো বিনষ্ট হলে কোনরূপ ক্ষতিপূরণ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

- গুদামে যাতে অগ্নিকাণ্ড না ঘটে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।
- দুর্যোগ জনিত কারণে যাতে ত্রাণ সামগ্রী নষ্ট না হতে পারে সে সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে।
- গুদামজাত ত্রাণসামগ্রী যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে জন্য ইঁদুর, তেলাপোকা, উইপোকা নিধন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।
- ট্রাক বা অন্যান্য যানবাহনে করে বিভিন্ন গন্তব্যে যাওয়ার পথে মালামাল বিনষ্ট হলে তার ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য বীমা পলিসি চালু করতে হবে।
- গুদামে সংরক্ষিত মালামাল নিরাপদে রাখা ও গুদামের রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য একটি গুদাম নীতিমালা প্রণয়ন করা উচিত।

অধ্যায় - ৮

অপসারণ কার্যক্রম পরিচালনাকালে সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বিধান

কোন দুর্যোগ মোকাবিলার ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা থেকে লোকজনকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়ার প্রয়োজন হয়। চিহ্নিত বা সম্ভাব্য ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা থেকে লোকজনকে নিরাপদ স্থান বা আশ্রয়ে স্থানান্তরের প্রক্রিয়াকেই অপসারণ বলা হয়। মানুষের জীবন বাঁচানোই অপসারণ কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য। সোসাইটির প্রশিক্ষিত সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ ঘূর্ণিঝড়, সুনামি, পাহাড় ধ্বস সংকেত পাওয়ার পর বিপদাপন্ন মানুষকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে আসার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত।

৮.১ অপসারণ প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ

সম্ভাব্য দুর্যোগকালে বিপদাপন্ন লোকজনকে অপসারণের তিনটি পর্যায় রয়েছে:

১) দুর্যোগ আঘাত হানার পূর্বে
২) দুর্যোগ চলাকালীন সময়ে ও
৩) দুর্যোগের পরে (উদ্ধার)

যেহেতু অপসারণের বিষয়টি বিপদের সম্ভাব্যতা ও মাত্রার উপর নির্ভরশীল এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হঠাৎ করেই অপসারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়, সেহেতু এর সুষ্ঠু প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের জন্য পূর্ব পরিকল্পনা প্রণয়ন অপরিহার্য। কোন সংঘাত, সহিংসতা, দাঙ্গা ইত্যাদির ক্ষেত্রে অপসারণ কার্যক্রম পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে কারণ মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট ঐ সকল ঘটনা নিয়ন্ত্রণ বা শেষ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হয়।

দুর্যোগ প্রস্তুতিমূলক কর্মকাণ্ডে স্বেচ্ছাসেবক কর্তৃক বিপদ/মহাবিপদ সংকেতের ব্যাপক প্রচার এবং বিপদাপন্ন জনসাধারণকে অপসারণে প্রত্যক্ষ সহায়তা করা ঐ সময়ে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলেও নিজের নিরাপত্তার কথা একই রকম প্রাধান্য দিয়ে কাজ করতে হবে।

৮.২ অপসারণ প্রক্রিয়ার নিরাপত্তামূলক বিষয়াদি

অপসারণ কার্যক্রম বাস্তবায়নকালে যে সকল নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রতি গুরুত্বারোপ করতে হয় সেগুলো হলো:

- দুর্যোগের ব্যাপ্তি ও সময়কাল।
- ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য ও অবস্থা।
- অপসারণ কাজে নিয়োজিত জনবল।
- চলাচলের জন্য রাস্তার অবস্থা।
- প্রয়োজনীয় যানবাহন।
- যোগাযোগ ব্যবস্থা।
- অসুস্থ ব্যক্তি, শিশু, মহিলা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং বৃদ্ধ মানুষ।
- সহায় সম্পত্তি যা মানুষ সঙ্গে নিতে চায় যথা: গো-মহিষাদি, হাঁস-মুরগী ইত্যাদি

অপসারণ ব্যবস্থাপনায় সময়োচিত সাড়া প্রদানের জন্য গণসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম সচল রাখলে জরুরি সময়ে গৃহীত এই প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত ঝুঁকিসমূহ সম্পর্কে মানুষের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

দুর্যোগ পরবর্তী মনস্তাত্ত্বিক সহযোগিতা

অধ্যায় - ৯

দুর্যোগ, দুর্ঘটনা, ধ্বংস, মৃত্যু ইত্যাদি মানুষের স্বভাবিক জীবন যাপন মারাত্মকভাবে ব্যাহত করে এবং দুঃখ-কষ্ট এমন পর্যায়ে উপনীত হয় যে অনেক ক্ষেত্রেই তা অনেকের জন্য অসহনীয় হয়ে পড়ে। এই পরিবর্তন সহ্য সীমা অতিক্রম করলে হতাশা ও বিপর্যস্ততা ঐ ব্যক্তিকে গ্রাস করে এবং মানসিক আঘাতজনিত মনো-বৈকল্যের (Post-Traumatic Stress Disorder) সৃষ্টি করে। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসার প্রয়োজন হয়।

৯.১ দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে মানসিক আঘাতের কারণ

- পরিবারের সদস্য, নিকট অত্মীয় অথবা প্রিয়জনের আকস্মিক মৃত্যু।
- নিজের পরিবার পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া।
- দুর্যোগকালীন উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সঙ্কট, সংশয় ও অতি মাত্রায় ভীত হয়ে পড়া।
- মানুষের ভয়াবহ ও অস্বাভাবিক মৃত্যু প্রত্যক্ষ করা।
- চাক্ষুস মেরে ফেলতে দেখা, অপহরণ ও পণবন্দী করার খবর।
- ধর্ষণ, যৌন অত্যাচার ও নিপীড়ন।
- অসংখ্য মানুষের লাশ ও পশু পাখির মৃতদেহ প্রত্যক্ষ করা।
- মারাত্মক শারীরিক আঘাত।
- শিশু ও মহিলাদের ক্ষেত্রে অভিভাবকদের মৃত্যুর ফলে অসহায়ত্ব।
- সন্তান-সন্ততি বিশেষ করে দুগ্ধ পোষ্য শিশুর খাদ্যের অভাব ইত্যাদি।
- সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির কারণে অসহায়ত্ব।

৯.২ মানসিক আঘাতের লক্ষণ ও চিহ্ন

- কথা বন্ধ করে দিতে পারে।
- কথা অসংলগ্ন হতে পারে।
- সব সময় বা থেকে থেকে অমনোযোগী হয়ে যেতে পারে।
- প্রচণ্ড দুঃখ-কষ্টে থেকেও কান্না ভুলে যেতে পারে।
- শীত ও তাপের অনুভূতি না হতে পারে।
- আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা দিতে পারে।
- ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করতে পারে।

৯.৩ মানসিক সান্ত্বনা ও চিকিৎসা

দুর্যোগের পর মানসিক আঘাতপ্রাপ্ত মানুষের কথা আমরা ভুলে যাই। শারীরিক আঘাতপ্রাপ্ত অসুস্থ ব্যক্তির প্রাথমিক চিকিৎসার পাশাপাশি মানসিক আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের খুঁজে বের করে তাদের সাহায্য সহায়তা করা অত্যন্ত জরুরি। কারণ, এ ধরনের ব্যক্তি নিজ থেকে চিকিৎসা কেন্দ্র, মেডিক্যাল টিমের নিকট বা

স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যায় না। মানসিক সেবাদান কার্য সম্পাদনে পেশাদারিত্বের কথা মনে রেখে স্বেচ্ছাসেবক ও কর্মীদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীতা রয়েছে। এ ধরনের মানসিক আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সুস্থ করার জন্য Stress Management Counselling বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

৯.৪ একজন উদ্ধারকারী বা স্বেচ্ছাসেবকের করণীয়

- মানসিক আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের খোঁজ করুন। এ বিষয়ে স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতা নিন।
- অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে মানসিক আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তির সাথে কথা বলুন। তাকে কথা বলতে দিন, আপনি ভালো শ্রোতার ভূমিকা গ্রহণ করুন।
- তাকে কাঁদতে দিন। কান্না থামাবেন না। সে যত কাঁদবে ততই হালকা বোধ করবে।
- তার মনে সাহস সঞ্চার করুন। যেখানে বা যাদের কাছে সে নিরাপদ মনে করে সেখানে তাকে নিয়ে যান।
- একই ধরনের সমস্যা পীড়িত ব্যক্তির খোঁজ পাওয়া গেলে তাদেরকে একত্র করুন এবং পরস্পরের সাথে কথা বলতে ও শুনতে দিন। এর ফলে প্রত্যেকেই অনুভব করবে যে এই অবস্থায় সে একা নয়, এসব সমস্যা অন্য মানুষেরও আছে।
- আপনার জানা এমন কোন ঘটনা তাকে বলুন যেখানে মানুষ এই ধরনের সমস্যা থেকে উত্তরণ ঘটিয়েছে।
- লক্ষ্য করুন কেউ যেন তাদের সাথে দুর্ব্যবহার না করে, এমন কি অতিরিক্ত লোক দেখানো সহানুভূতি বা সান্ত্বনাও যেন কেউ না দেয়। এসব কিছুই ভালোর চাইতে অধিক ক্ষতি করে।
- মিথ্যা সান্ত্বনা দিবেন না। তাকে পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে দিন।
- এ ধরনের ব্যক্তিকে কখনোই একা রাখবেন না। এরা মারাত্মক কিছু করে ফেলতে পারে, এমন কি আত্মহত্যা করাও বিচিত্র কিছু নয়।

৯.৫ সতর্কতা ও বিপজ্জনক অবস্থা

- মানসিক আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা পাগল নন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এ আঘাত সাময়িক। যথাযথ প্রাথমিক চিকিৎসা প্রয়োগ করে মানসিক আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে সুস্থ করে তোলা সম্ভব।
- ব্যক্তির মধ্যে যদি আত্মহত্যা বা ক্ষিপ্ত হওয়ার প্রবণতা দেখা যায় তাহলে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী বেঁধে রাখা বা বন্দি অবস্থায় রাখা যাবে না। তাতে মানসিক আঘাত আরো বৃদ্ধি পাবে। এ ক্ষেত্রে মানসিক ডাক্তারের সহায়তা নিতে হবে।
- ৭২ ঘন্টার পরও কোনো ব্যক্তির মধ্যে মানসিক আঘাতের লক্ষণ ও চিহ্ন বর্তমান থাকলে দ্রুত তাকে মানসিক ডাক্তার অথবা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রেরণ করুন।

শারীরিক আঘাতপ্রাপ্ত অসুস্থ ব্যক্তির প্রাথমিক চিকিৎসার পাশাপাশি মানসিক আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের খুঁজে বের করে তাদের সাহায্য সহায়তা করা অত্যন্ত জরুরি।

আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনের নীতিমালা

মানবতা
Humanity

কোন প্রকার ভেদাভেদ ছাড়া যুদ্ধক্ষেত্রে আহতদের সাহায্যের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সর্বত্র মানুষের দুঃখ-দুর্দশা প্রতিরোধ ও উপশম করার চেষ্টা করে। জীবন ও স্বাস্থ্য রক্ষা এবং মানুষের সম্মান বজায় রাখা এর উদ্দেশ্য। এই আন্দোলন পারস্পরিক সমঝোতা, বন্ধুত্ব, সহযোগিতা এবং সকল জাতির মধ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে।

পক্ষপাতহীনতা
Impertiality

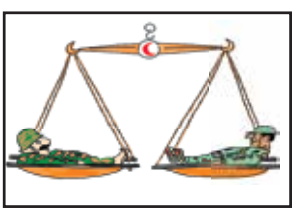

এই আন্দোলন জাতি, গোত্র, ধর্মীয় বিশ্বাস, শ্রেণি বা রাজনৈতিক মতবাদের মধ্যে কোন বৈষম্য সৃষ্টি করে না। কেবলমাত্র প্রয়োজনের ভিত্তিতে এই আন্দোলন মানুষের কষ্ট লাঘবের চেষ্টা করে এবং সর্বাধিক বিপদাপন্ন ব্যক্তিদেরকে অগ্রাধিকার দেয়।

নিরপেক্ষতা
Neutrality

সকলের বিশ্বাসভাজনের উদ্দেশ্যে এই আন্দোলন সংঘর্ষকালে কোন পক্ষ অবলম্বন করে না বা কোন সময় রাজনৈতিক, ধর্মীয় বা আদর্শগত মতবিরোধে অংশগ্রহণ করে না।

আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনের নীতিমালা

১ স্বাধীনতা
Independence

এই আন্দোলন স্বাধীন। মানবসেবামূলক কাজে সরকারের সহায়ক হিসাবে জাতীয় সোসাইটি নিজ নিজ দেশের আইনের অধীনে ন্যস্ত থাকলেও, আন্দোলনের নীতিমালা অনুযায়ী কাজ করার জন্য তাদেরকে অবশ্যই নিজস্ব স্বাধীনতা বজায় রাখতে হবে।

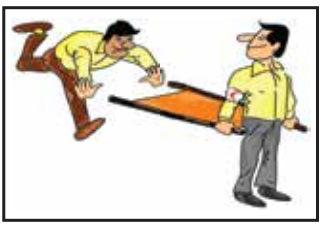

২ স্বেচ্ছামূলক সেবা
Voluntary

একটি স্বেচ্ছাসেবামূলক ত্রাণ আন্দোলন হিসেবে এই আন্দোলনের কোন প্রকার স্বার্থ বা লাভ অর্জনের উদ্দেশ্য নেই।

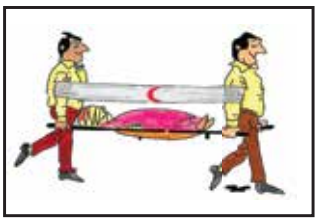

৩ একতা
Unity

কোন দেশে কেবলমাত্র একটি রেড ক্রস বা রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি থাকতে পারে। সকলের জন্য এর দ্বার অবারিত থাকতে হবে। দেশের সর্বত্র এর মানবসেবামূলক কর্মকাণ্ড বিস্তৃত হতে হবে।

৪ সর্বজনীনতা
Universality

সম-মর্যাদা সম্পন্ন এবং পরস্পরকে সাহায্যের জন্য সমান দায়িত্ব ও কর্তব্যের অধিকারী জাতীয় সোসাইটিসহ গঠিত বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলন সর্বজনীন।

আইসিআরসি, আইএফআরসি এবং জাতীয় রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিসমূহ

আইসিআরসি

আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি (ICRC) ১৮৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি একটি নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে রেড ক্রস /রেড ক্রিসেন্ট নীতিমালার অভিভাবক এবং মানবিক আইন বিশেষতঃ জেনেভা কনভেনশনের উদ্যোক্তা ও তত্ত্বাবধানকারী। আইসিআরসি যুদ্ধাহত, যুদ্ধবন্দী ও যুদ্ধকালীন বেসামরিক জনগণের নিরাপত্তা বিধানসহ অনুসন্ধান কার্যক্রম ও রেড ক্রস/রেড ক্রিসেন্ট এবং আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের প্রচার ও প্রসার করে থাকে।

আইএফআরসি

১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব রেড ক্রস ও রড ক্রিসেন্ট সোসাইটিজ (IFRC) হচ্ছে বিশ্বের বৃহত্তম মানব সেবামূলক ও মানবিক সাহায্য সংস্থা। এই সংস্থা জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি বা রাজনৈতিক মতাদর্শ ইত্যাদির কোন প্রকার বৈষম্য ছাড়াই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সহায়তা প্রদান করে। এর কার্যক্রম চারটি মৌলিক ক্ষেত্রে শ্রেণিবদ্ধ; আন্দোলনের মূলনীতি ও মানবিক মূল্যবোধ এর প্রসার, দুর্যোগে সাড়া প্রদান, দুর্যোগ প্রস্তুতি এবং স্বাস্থ্য ও সেবা দান। জাতীয় সোসাইটিসমূহের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও দিক নির্দেশনা প্রদান করাই হচ্ছে আইএফআরসি এর প্রধান কাজ।

জাতীয় রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি

প্রতিটি দেশে একটি করে রেড ক্রস বা রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (National Society) থাকবে। এই সোসাইটি এর নিজ দেশের সরকার এবং আইসিআর-সি কর্তৃক স্বীকৃত হতে হবে। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী ১৯০ টি রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি রয়েছে। প্রতিটি জাতীয় সোসাইটি তাদের স্বেচ্ছাসেবক ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাধ্যমে বিভিন্ন সেবামূলক কর্মকাণ্ড, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ত্রাণ সহযোগিতা, যুদ্ধ ও সংঘাতে ক্ষতিগ্রস্থদের মানবিক সাহায্য, সন্ধান ও উদ্ধার, প্রাথমিক চিকিৎসাসহ নানাবিধ কাজ করে থাকে।

আচরণ বিধি

জরুরি পরিস্থিতিতে মানবিক সাড়াদান প্রেক্ষাপটে স্বেচ্ছাসেবকদের আচরণ নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অন্যথায়, স্বেচ্ছাসেবকদের অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণের কারণে মানবিক সাড়াদান কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে পারে। এ কারণে সোসাইটির কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদেরকে রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলন ও অন্যান্য মানবিক প্রতিষ্ঠান স্বীকৃত নিম্নে উল্লিখিত আচরণ বিধি অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়:

- মানবিক বিষয়টি সর্বাগ্রে বিবেচ্য; মানবিক সহায়তার মূল আদর্শমান মেনে চলতে হবে;
- জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও গোত্র নির্বিশেষে এমনকি কোন ধরনের বিরূপ পার্থক্য ব্যতিরেকে সকল সেবা গ্রহণকারীকে সহায়তা প্রদান করতে হবে। শুধুমাত্র প্রয়োজন নিরূপণের ভিত্তিতে সাহায্য প্রাপ্তির অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে হবে;
- রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীভুক্ত অথবা ধর্মীয় অনুভূতি সম্পন্ন কোন বিশেষ গোষ্ঠীর জন্যই শুধু সহায়তা সীমাবদ্ধ থাকবে না;
- সরকারের বা সরকারের বৈদেশিক নীতির হাতিয়ার হিসেবে এই সহায়তা কার্যক্রমকে ব্যবহার করা যাবে না;
- কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে;
- স্থানীয় সক্ষমতার ভিত্তিতে দুর্যোগ সাড়াদানে উদ্যোগী হতে হবে;
- প্রকল্পের উপকারভোগীদেরকে ত্রাণ সহায়তা ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত করার উপায় বের করতে হবে;
- ভবিষ্যৎ দুর্যোগে বিপদাপন্নতা হ্রাস ও মৌলিক চাহিদা পূরণে ত্রাণ সহায়তা যেন কার্যকর ভূমিকা রাখে সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে;
- যাদেরকে সহায়তা প্রদান করা হবে এবং যাদের নিকট থেকে সম্পদ আহরণ করা হবে তাদের উভয়ের কাছেই আমাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে;
- তথ্য প্রচার এবং বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত কার্যাবলিতে দুর্যোগ কবলিতদেরকে নিরাশ ও হতভাগ্য না ভেবে মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

মানবিক কর্মকাণ্ডে জবাবদিহিতা এবং গুণগত মূল আদর্শমান

মানবিক কর্মকাণ্ডে জবাবদিহিতা এবং গুণগত মূল আদর্শমান (CHS) ৯টি অঙ্গীকার করে, যেগুলো মানবিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত সংস্থাসমূহ এবং ব্যক্তিবর্গ তাদের কাজের গুণগত মান ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করতে পারেন। এটি একই সঙ্গে দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠী ও জনগণের নিকট বৃহত্তর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য সহায়ক। কারণ মানবিক সংস্থাগুলোর অঙ্গীকারসমূহ জানা থাকলে জনগণ ওই সংস্থাগুলোকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে পারবেন।

নয়টি অঙ্গীকার ও গুণগত বৈশিষ্ট্য

১. দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠী ও জনগণ চাহিদা অনুযায়ী যথাযথ ও প্রাসঙ্গিক মানবিক সহায়তা পাবেন।

গুণগত বৈশিষ্ট্য : মানবিক সহায়তা যথাযথ ও প্রাসঙ্গিক।

২. সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় মানবিক সহায়তায় দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠী ও জনগণের অভিগম্যতা থাকবে।

গুণগত বৈশিষ্ট্য : যথাসময়ে কার্যকর মানবিক সহায়তা।

৩. মানবিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার ফলে দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠী ও জনগণ নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হবেন না; বরং তারা অধিকতর প্রস্তুত, সহনশীল এবং কম ঝুঁকিপ্রবণ হবেন।

গুণগত বৈশিষ্ট্য : মানবিক সহায়তা স্থানীয় সক্ষমতাকে আরও শক্তিশালী করে এবং নেতিবাচক প্রভাব পরিহার করে।

৪. দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠী ও জনগণ তাদের অধিকার ও প্রাপ্যতা সম্পর্কে জানবেন। তথ্যসমূহে তাদের অভিগম্যতা থাকবে এবং যেসব সিদ্ধান্ত তাদেরকে প্রভাবিত করবে সেসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তারা অংশগ্রহণ করবেন।

গুণগত বৈশিষ্ট্য : যোগাযোগ, অংশগ্রহণ এবং মতামত নির্ভর মানবিক সহায়তা।

৫. নিরাপদ ও দায়িত্বশীল অভিযোগ ব্যবস্থাপনায় দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠী ও জনগণের অভিগম্যতা থাকবে।

গুণগত বৈশিষ্ট্য : অভিযোগসমূহ সাদরে গ্রহণ করা এবং আমলে নেওয়া।

মানবিক কর্মকাণ্ডে জবাবদিহিতা এবং গুণগত মূল আদর্শমান

৬. দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠী ও জনগণ সমন্বিত (Coordinated) এবং সম্পূরক (Complimentary) সহায়তা পাবেন।

গুণগত বৈশিষ্ট্য: মানবিক সহায়তা সমন্বিত এবং সম্পূরক।

৭. দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠী ও জনগণ উন্নততর সেবা প্রাপ্তি প্রত্যাশা করবেন, যেহেতু সংস্থাগুলো কর্ম-অভিজ্ঞতা এবং জনগণের মতামত থেকে ক্রমাগত শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে।

গুণগত বৈশিষ্ট্য: মানবিক সংস্থাগুলো প্রতিনিয়ত অভিজ্ঞতা অর্জন এবং কার্যক্রমকে উন্নত করে।

৮. দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠী ও জনগণ যোগ্য এবং সুসংগঠিত কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীদের কাছ থেকে তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা পাবেন।

গুণগত বৈশিষ্ট্য: কর্মীগণ যাতে কার্যকরভাবে কাজ করতে পারেন সেজন্য তাদের সঙ্গে ন্যায্য ও সমতাভিত্তিক আচরণ ও সহায়তা করা।

৯. দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠী ও জনগণ প্রত্যাশা করতে পারবেন যে মানবিক সহায়তা সংস্থাগুলো কার্যকর ও যথাযথভাবে এবং নৈতিকতা বজায় রেখে সম্পদ ব্যবস্থাপনা করবে।

গুণগত বৈশিষ্ট্য : উদ্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য দায়িত্বশীলতার সঙ্গে সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং ব্যবহার করা।

নিরাপদ অভিগম্যতা (Safer Access) ধারণা

নিরাপদ অভিগম্যতা কি ?

সরকারের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতীয় সোসাইটিসমূহ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংবেদনশীল এবং অনিরাপদ পরিস্থিতিতে সেবা কাজ পরিচালনা করে থাকে, যেখানে অন্য কোন প্রতিষ্ঠান কাজ করার সুযোগ পায় না। কারণ জাতীয় সোসাইটিসমূহ একটি নিরপেক্ষ এবং পক্ষপাতহীন সংগঠন হিসেবে সারা দেশে তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনার অধিকার রাখে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই কাজ করতে গিয়ে জাতীয় সোসাইটির কর্মকর্তা ও স্বেচ্ছাসেবকরা অনেক ধরনের ঝুঁকি এবং নিরাপত্তাহীনতার মুখোমুখি হন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ২০১৩ সালের শেষ দিক এবং ২০১৪ সালের প্রথম দিকে দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত রাজনৈতিক সহিংসতার কারণে শহস্রাধিক মানুষ নিহত এবং হাজার হাজার মানুষ আহত বা পঙ্গুত্ব বরণ করেছিল। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে দেশের বিভিন স্থানে সংঘটিত রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক সংঘাত ইত্যাদি পরিস্থিতিতে অনেক হতাহতের ঘটনা ঘটে। এসব পরিস্থিতিতে কাজ করতে গিয়ে কর্মকর্তা ও স্বেচ্ছাসেবকদেরকে প্রায়শই প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। সাম্প্রতিক দশকগুলোতে বিশ্ব জুড়ে দেশে দেশে এ ধরনের পরিস্থিতি বেড়েই চলেছে।

আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি (আইসিআরসি) ২০০২-২০০৩ সালে আইএফআর-সি এবং অন্যান্য জাতীয় সোসাইটির সাথে আলোচনা ও পরামর্শ করে দ্বন্দ্ব বা সংঘাতময় পরিস্থিতিতে নির্বিঘ্নে সেবা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে একটি নিরাপদ অভিগম্যতা (Safer Access) কাঠামো তৈরি করে। এই কাঠামোর মূল লক্ষ্য হলো সংবেদনশীল এবং অনিরাপদ পরিস্থিতিতে নিরাপদে মানবিক সহায়তা প্রদানের জন্য জাতীয় সোসাইটির সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। উল্লেখ্য যে, সংবেদনশীল ও অনিরাপদ পরিস্থিতি বলতে সশস্ত্র সংঘর্ষ বা যুদ্ধাবস্থাসহ বিভিন্ন রকম অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ ও বিশৃংখলাকে বোঝানো হয়েছে।

নিরাপদ অভিগম্যতা কাঠামোর উপাদান

যে কোন সংবেদনশীল ও অনিরাপদ পরিস্থিতিতে সেবা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি গ্রহণযোগ্য ও উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির বিষয়টি বিবেচনা করে ৮টি উপাদান সমন্বয়ে প্রণীত কাঠামোই নিরাপদ অভিগম্যতা কাঠামো (Safer Access Framework) নীচে উপাদানসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

নিরাপদ অভিগম্যতা (Safer Access) ধারণা

১		পরিস্থিতি এবং ঝুঁকি যাচাই করা	জাতীয় সোসাইটিগুলোর যে কোন পরিস্থিতির রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক দিকগুলো সম্পর্কে খুব ভাল ধারণা থাকে। এই ধারণার উপর ভিত্তি করেই তারা যে কোন ঝুঁকির সম্ভাবনা কমিয়ে আনতে পারে।
২		আইনগত ভিত্তি	মুভমেন্ট নীতিমালা, আন্তর্জাতিক এবং স্থানীয় মানবিক আইনসমূহের সাথে সামঞ্জস্য রেখে জাতীয় সোসাইটির আইনগত ভিত্তি (পিও ২৬), স্টাটুটস্ তাদেরকে মানবিক সহায়তামূলক কাজের ম্যানডেট প্রদান করে।
৩		সংগঠনের গ্রহণযোগ্যতা	মুভমেন্ট নীতিমালা, আন্তর্জাতিক এবং স্থানীয় মানবিক আইনসমূহের সাথে সামঞ্জস্য রেখে জাতীয় সোসাইটির আইনগত ভিত্তি (পিও ২৬), স্টাটুটস্ তাদেরকে মানবিক সহায়তামূলক কাজের ম্যানডেট প্রদান করে।
৪		ব্যক্তির গ্রহণযোগ্যতা	জাতীয় সোসাইটির যুব স্বেচ্ছাসেবক এবং কর্মকর্তাদের আচরণ, তাদের ৭টি মৌলিক নীতি এবং মুভমেন্টের নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া প্রয়োজন যা ব্যক্তি হিসেবে তাদের গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করবে।
৫		শনাক্তকরণ বা চেনা	জাতীয় সোসাইটি তাদের যুব স্বেচ্ছাসেবক এবং কর্মকর্তাদের মাধ্যমে তাদের দৃশ্যমান চিহ্নসমূহের (লোগো) নিরাপত্তা ও প্রচারের জন্য সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে।
৬		নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন	জাতীয় সোসাইটি খুব সংগঠিতভাবে মুভমেন্টের অন্যান্য সংস্থাসহ নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ এবং সমন্বয় বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

নিরাপদ অভিগম্যতা (Safer Access) ধারণা

৭		বাইরের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ এবং সমন্বয়	জাতীয় সোসাইটির খুব সংগঠিতভাবে মুভমেন্টের বাইরের সংস্থাসমূহের সাথে নিজেদের যোগাযোগ এবং সম্বন্বয় বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে।
৮		কাজ-পরিচালনা নিরাপত্তা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা	জাতীয় সোসাইটি কাজ-পরিচালনার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তাদের যুব স্বেচ্ছাসেবক এবং কর্মকর্তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে।

নিরাপদ অভিগম্যতা কাঠামো অনুসরণের ফলাফল

নিরাপদ অভিগম্যতা কাঠামো যেভাবে জাতীয় সোসাইটির সক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করে তা নীচে তুলে দেওয়া হলো:

- পূর্বের চেয়ে অধিক দক্ষতার সাথে অধিক মানুষকে মানবিক সহায়তা দিতে পারবে;
- কর্মকর্তা ও স্বেচ্ছাসেবকরা ঝুঁকিপূর্ণ এবং অনিরাপদ পরিস্থিতি কমাতে বা এড়িয়ে যেতে পারবে;
- বর্তমান সময়ের জটিল মানবিক পরিবেশের চ্যালেঞ্জ আরো ভালোভাবে মোকাবিলা করতে পারবে;
- জাতীয় সোসাইটির কর্মকর্তা ও স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অধিকতর সংগঠিত একটি কাঠামোর সহায়তা পাবে;
- জাতীয় সোসাইটি হিসেবে সংবেদনশীল এবং অনিরাপদ পরিস্থিতিতে সহায়তা প্রদান করার যে ম্যানডেট তাদের রয়েছে, তা পূরণ করতে পারবে;

নিরাপদ অভিগম্যতা বিষয়ে বিডিআরসিএস এর উদ্যোগ

দ্বন্দ্ব অথবা সংঘাতময় পরিস্থিতিতে (Conflict and/or other Situations of Violence-OSV) নিরাপদে সেবা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে আইসিআরসি'র সহযোগিতায় সোসাইটি ২০১২ সাল হতে সেফার এ্যাকসেস (Safer Access) ধারণা সম্পৃক্তকরণের উদ্যোগ-গ্রহণ করেছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে দ্বন্দ্ব বা সংঘাতময় পরিস্থিতিতে সার্বিক অবস্থা (যেমন- ঝুঁকি, প্রতিবন্ধকতা ও তা উত্তরণের কৌশল, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের গ্রহণযোগ্যতা বিবেচনা ইত্যাদি) বিবেচনা

নিরাপদ অভিগম্যতা (Safer Access) ধারণা

করে দক্ষ, নির্বিঘ্ন ও কার্যকর সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করা। এই উদ্যোগের সফলতা হিসেবে বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব/সংঘাত পরিস্থিতিতে কর্মকর্তা ও স্বেচ্ছাসেবকরা দল, মত, সংগঠন নির্বিশেষে নিরপেক্ষভাবে আহত সবাইকে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক চিকিৎসাসেবা প্রদান করতে সক্ষম হয়।

নিরাপদ অভিগম্যতার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

- প্রতিষ্ঠানের ম্যানডেট/অধিকার সম্পর্কে ভুক্তভোগী ও সাধারণ মানুষের যথাযথ ধারণা না থাকলে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সেবা কার্যক্রম পরিচালনায় সকলের সহযোগিতা পাওয়া যায় না
- প্রাতিষ্ঠানিক গ্রহণযোগ্যতা, কারণ এখনো অনেক ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ ও পক্ষপাতহীনতা অনুসরণ করতে না পারায় অনেকের কাছে গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ
- অনেক ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবকদের ব্যক্তিগত পরিচয় (যেমন- রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা) নিরাপদ অভিগম্যতার জন্য সমস্যা হয়
- সংবেদনশীল/ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে অনভিজ্ঞ কর্মী/স্বেচ্ছাসেবক প্রেরণের ফলে প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়
- কর্মীর/স্বেচ্ছাসেবকের শারীরিক ও মানসিক সমর্থতা না থাকলে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নির্বিঘ্নে সেবা প্রদান কঠিন হয়ে ওঠে
- কর্মী/স্বেচ্ছাসেবকের ব্যক্তিগত যোগ্যতা যেমন- যথাযথ জ্ঞান/দক্ষতা, পরিস্থিতি মানানোর সক্ষমতা ইত্যাদির অভাবে নিরাপদে সেবা কার্যক্রম পরিচালনা সম্ভব হয় না

প্রতিবন্ধকতা উত্তরণের উপায়

সংবেদনশীল এবং ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে সেবা প্রদানের আগে স্বেচ্ছাসেবক ও কর্মকর্তাদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিৎ যেমন–

- স্বাভাবিক সময়ে প্রতিষ্ঠানের ম্যানডেট/অধিকার সম্পর্কে প্রচার করা
- প্রাতিষ্ঠানিক গ্রহণযোগ্যতা অর্জনের জন্য সেবা প্রদানকালে নিরপেক্ষ ও পক্ষপাতহীনতা অনুসরণ করা
- স্বেচ্ছাসেবকদের ব্যক্তিগত পরিচয় (যেমন- রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা) যেন গ্রহণযোগ্যতাকে বাধাগ্রস্ত না করে সে বিষয়ে যত্নবান হওয়া
- সংবেদনশীল/ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থে যথাযথ প্রশিক্ষণ/ধারণা প্রদান করা এবং অভিজ্ঞ কর্মী/স্বেচ্ছাসেবক প্রেরণ করা
- কর্মীর/স্বেচ্ছাসেবকের শারীরিক ও মানসিক সমর্থতা বিবেচনা করা
- কর্মী/স্বেচ্ছাসেবকের ব্যক্তিগত যোগ্যতা যেমন- যথাযথ জ্ঞান/দক্ষতা, পরিস্থিতি মানানোর সক্ষমতা ইত্যাদি বিবেচনা করা

ভ্রমণ বিষয়ক অনুরোধ পত্র

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির কোন কর্মকর্তা/স্বেচ্ছাসেবক মাঠ পর্যায়ের প্রকল্প কার্যক্রম, ইউনিট কার্যক্রম এবং অন্যান্য সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন, পরিদর্শন, তদারকি ইত্যাদি কাজে এই ভ্রমণ বিষয়ক অনুরোধ পত্র পূরণ করা আবশ্যিক হিসাবে গণ্য করবেন।

নাম			
পদবি			
বিভাগ			
ভ্রমণের কারণ			
গন্তব্য		স্থান	
গমন (তারিখ ও সময়)		প্রস্থান (তারিখ ও সময়)	

বাজেট কোড

একাউন্ট	ডোনার কোড	অ্যাকটিভিটি কোড	প্রোজেক্ট কোড

আবেদনকারী :		স্বাক্ষর :	

অনুমোদন প্রক্রিয়া :

বিভাগীয় প্রধান		স্বাক্ষর :	
সেক্রেটারি জেনারেল		স্বাক্ষর :	

সংযুক্তি- ৮

আকস্মিক ঘটনার প্রতিবেদন ছক

যে কোন ধরনের দুর্ঘটনা, আহত-নিহত হওয়ার সংবাদ অথবা নিরপত্তা বিঘ্নজনিত কোন ঘটনা ঘটার পরবর্তী ২৪ ঘন্টার মধ্যে ঘটনার প্রাথমিক প্রতিবেদন সোসাইটির মহাসচিব এবং সার্বিক নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাকে অবশ্যই জানাতে হবে। পরবর্তী সময়ে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণসহ প্রতিবেদন পেশ করতে হবে। আকস্মিক ঘটনার প্রতিবেদন ছক নিম্নরূপ হবে:

০১। ঘটনার সাথে জড়িত কর্মকর্তা/স্বেচ্ছাসেবকের নাম:
০২। ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সময়, তারিখ ও স্থান:
০৩। ঘটনার প্রকৃতি:
০৪। কারণ সহ বিস্তারিত বর্ণনা:
০৫। রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির আহত বা নিহত কর্মকর্তার পরিচয়, চিকিৎসা এবং বর্তমান অবস্থা:
০৬। তৃতীয় পক্ষ কেউ যদি আহত/নিহত হয় তার পরিচয়সহ বিস্তারিত বর্ণনা:
০৭। আইনগত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কি:
০৮। ঘটনা ঘটার পূর্বে নিরাপত্তাজনিত ব্যবস্থার কোন ঘাটতি ছিল কি:
০৯। এই ধরনের ঘটনা এটাই কি প্রথম ঘটলো:
১০। ঘটনা পরবর্তী কোন শঙ্কা কি বিরাজমান রয়েছে:
১১। কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং বর্তমানে আরো কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন:
১২। ঘটনাটি কি সংবেদনশীল এবং এ সংক্রান্ত কোন বিশেষ গোপনীয়তা রক্ষার প্রয়োজনীতা রয়েছে কি:

স্বাক্ষর:.....

নাম: .....

পদবি: .....

জরুরি যোগাযোগ

ক্রমিক নং	নাম	পদবি	টেলিফোন / মোবাইল নং

যা করবেন

১) বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির আচরণ বিধিসমূহ, পেশাগত শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলুন।

২) আপনি রেড ক্রিসেন্টের মত একটি মানবিক সংগঠনের প্রতিনিধি আপনি তা আপনার কাজের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলুন।

৩) বিধি অনুযায়ী রেড ক্রিসেন্ট প্রতীকের যথাযথ ব্যবহার করুন এবং সর্ব প্রকার অপব্যবহার রোধে সচেষ্ট থাকুন।

৪) ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য সব সময় সবার আগে নিরাপত্তা (Safety First) বিবেচনায় নিয়ে কাজ করুন।

৫) নিরাপদ অভিগম্যতা বিষয়টি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করুন এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করুন।

৬) যথাযথ আচরণের মাধ্যমে ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকুন।

৭) মাঠ পর্যায়ে কাজ করার ক্ষেত্রে রেড ক্রিসেন্ট চিহ্ন সম্বলিত আইডি কার্ড দৃশ্যমান রাখুন, ভেস্ট বা জ্যাকেট পরিধান করুন।

৮) নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সজাগ থাকুন। বিশুদ্ধ পানি পান করুন এবং স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করুন।

৯) ঘূর্ণিঝড়কালীন বিপদ, মহাবিপদ সংকেত প্রচার এবং অপসারণ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার জন্য হার্ড হ্যাট, রেইন কোট, লাইফ জ্যাকেট, গামবুট, আই প্রটেক্টিং গ্লাস ইত্যাদি পরিধান করুন।

১০) ঝুঁকির মাত্রা বেশি হলে তাৎক্ষণিক প্রয়োজনকে বিলম্বিত করে আগে ঝুঁকি প্রশমনের ব্যবস্থা নিন।

১১) বৈষম্য সব সময়েই উত্তেজনা ও শঙ্কাবৃদ্ধি করে। কর্মক্ষেত্রে কোন প্রকার বৈষম্য যাতে না হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকুন।

১২) ব্যক্তিগত সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বিষয়ে (অগ্নি নির্বাপন, প্রাথমিক চিকিৎসা, সন্ধান, উদ্ধার, সাঁতার ইত্যাদি) প্রশিক্ষণ গ্রহণ করুন।

১৩) মহিলা স্বেচ্ছাসেবক ও কর্মীদের কর্ম বন্টন, কর্ম সম্পাদন এবং লিঙ্গ বৈষম্য বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করুন।

১৪) যোগাযোগের মাধ্যম যেমন মোবাইল, সেটেলাইট ফোন, ওয়াকিটকি, রেডিও সেট ইত্যাদি ভালভাবে সংরক্ষণ করুন।

১৫) মাঠ পর্যায়ে রাত্রিযাপন করতে হলে মশার উপদ্রব থেকে পরিত্রাণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।

১৬) কর্মক্ষেত্রে বন্য জন্তু যেমন; হাতি, বাঘ, সাপ ইত্যাদির মুখোমুখি হলে পরিস্থিতি উত্তরণের উপায় ও করণীয় কি তা ভালভাবে জেনে রাখুন।

যা করবেন

১৭) ভ্রমণকালীন সময়ে পথিমধ্যে কোন সমস্যার উদ্রেক হলে সংশ্লিষ্ট ইউনিটের সহায়তা নিন। এমনতর অবস্থায় আপনার সঙ্গে যদি কোন বিদেশী প্রতিনিধি থাকে তবে তাঁর/তাঁদের নিরাপত্তার জন্য অধিক সতর্কতা অবলম্বন করুন।

১৮) সোসাইটির গাড়িতে চতুর্দিক থেকে পরিষ্কারভাবে দৃশ্যমান রেড ক্রিসেন্ট প্রতীকটি লাগিয়ে নিন।

১৯) সোসাইটির গাড়িতে ভ্রমণের পূর্বে নিশ্চিত হন যে, গাড়ির প্রযোজনীয় কাগজপত্রাদি সঠিক ভাবে গাড়িতে সংরক্ষিত আছে এবং গাড়ির ড্রাইভার শারীরিকভাবে সুস্থ আছেন ।

২০) রাতের বেলা গাড়ি চালনা নানাদিক থেকে ঝুঁকিপূর্ণ বিধায় তা যথাসম্ভব পরিহার করুন।

২১) নিরাপত্তা বেল্ট সব সময়ে সকল যাত্রীর জন্য অপরিহার্য। পেছনের সিটে উপবিষ্টগণও নিরাপত্তা বেল্ট ব্যবহার করবেন।

২২) নিজস্ব পরিচয়পত্র সব সময়ের জন্য প্রদর্শিত অবস্থায় ব্যবহার করবেন।

২৩) পথিমধ্যে কোন চেক পয়েন্টে পড়লে গাড়ি থামান এবং জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের সঠিক জবাব দিন।

২৪) মোটর সাইকেল চালনাকালে সর্বদাই আবশ্যিক কাগজপত্র সঙ্গে রাখুন এবং হেলমেট ব্যবহার করুন।

২৫) লঞ্চে চড়ার আগে নিশ্চিত হোন যে লঞ্চে লাইফ জ্যাকেট রয়েছে ।

২৬) নদী বন্দর ও সমুদ্র বন্দরসমূহের জন্য প্রদত্ত ঘূর্ণিঝড়ের সংকেত ও আবহাওয়ার পূর্বাভাস জেনে লঞ্চে আরোহণ করুন।

২৭) বিমানে ভ্রমণের সময় নিজস্ব নিরাপত্তা বিষয়ে বিভিন্ন নির্দেশনা মেনে চলুন।

২৮) ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন হুমকি বা বিপদাপন্নতা হিসেবে Advanced Persis tent Threats যথা: ম্যালওয়্যার, সাইবার আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য অ্যান্টিভাইরাস, ফায়ারওয়ালস স্থাপিত হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হোন।

২৯) রাষ্ট্রীয় বা সোসাইটির বিধি বা নীতিমালার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে পেশাদারী আচরণ বজায় রেখে তথ্য ও যোগাযোগ কর্মকাণ্ড পরিচালনা করুন।

৩০) আপনার কর্ম এলাকার যে সকল স্থানে (যেমন- পাহাড়ি এলাকা, দুর্গম চরাঞ্চল) মোবাইল নেটওয়ার্ক নেই সে সকল এলাকায় যোগাযোগের বিকল্প কি হতে পারে তা নির্ধারণ করুন।

৩১) কোন দুর্গম বা মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন এলাকায় বিদ্যুৎ না থাকার কারণে মোবাইলের ব্যাটারি চার্জ করা যায় না। এ ক্ষেত্রে চার্জার ব্যাংক ব্যবহার করুন।

৩২) রেডিও সেট পরিচালনা ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত ম্যানুয়াল সর্বদাই হাতের কাছে রাখুন এবং নির্দেশাবলি মেনে চলুন।

যা করবেন না

০১) রাজনৈতিক, স্থানীয় সংস্কৃতি, ধর্মীয়, মানবিকতা বিরুদ্ধ লেখা অথবা ব্যঙ্গাত্মক চিহ্ন অংকিত পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করবেন না।

০২) মাঠ পর্যায়ে কাজের সময় সোসাইটির স্বেচ্ছাসেবক নীতিমালা/নির্দেশিকা বহির্ভূত কোন কাজ করবেন না।

০৩) রেড ক্রিসেন্টের গাড়ি বহরে বা রেড ক্রিসেন্টের কোন কার্যক্রমে সশস্ত্র নিরাপত্তা গ্রহণ করবেন না। তবে যুদ্ধ বা সংঘাতময় পরিস্থিতিতে নিজস্ব নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ব্যত্যয় ঘটতে পারে।

০৪) দুর্যোগ, সংঘাত, দাঙ্গা, উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে গিয়ে নিজের জীবন বিপন্ন করবেন না।

০৫) খারাপ আবহাওয়ায় ঝুঁকি নিয়ে নদী পার হবেন না।

০৬) নৌ-দুর্ঘটনার পর উদ্ধার কাজ করার ক্ষেত্রে সাঁতার জানা না থাকলে কোন ক্রমেই পানিতে নামবেন না।

০৭) শিল্প কারখানায় দুর্ঘটনা, বয়লার ও গ্যাস বিস্ফোরণ, অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদি দুর্ঘটনার প্রকৃতি না জেনে কাজ শুরু করবেন না।

০৮) কখনো কোন অবস্থাতেই রেড ক্রিসেন্ট গাড়িতে কোন ধরনের অস্ত্রশস্ত্র বহন করা যাবে না।

০৯) রাস্তায় মাইন বা অবিস্ফোরিত গোলাবারুদ রয়েছে এমন তথ্য পেলে সামনে এগুবেন না।

১০) অতিরিক্ত গতিতে মোটর সাইকেল চালাবেন না।

১১) বজ্রবিদ্যুৎ ও বজ্রঝড় চলাকালে সেট থেকে এ্যান্টিনার সংযোগ খুলে ফেলুন এবং রেডিও চালনা বন্ধ রাখুন।

১২) প্রচুর জনসমাগম (যেমন শরণার্থী আগমন) পরিস্থিতিতে নিজের সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ভ্যাকসিনেশন না নিয়ে কাজ শুরু করবেন না।

১৩) মহিলা সহকর্মীগণ বিব্রত বোধ করেন এমন কোন আচরণ বা মন্তব্য করবেন না।

১৪) রাজনৈতিক বা সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতপূর্ণ কোন কাজ করবেন না।

১৫) গাড়িতে, অফিসে এবং খোলা জনসমাগম স্থলে ধূমপান করবেন না।

১৬) মাদকাশক্তি সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাজ্য।

সুরক্ষা-নিরাপত্তা নীতিমালা ও নির্দেশনা

সুরক্ষা-নিরাপত্তা নীতিমালা ও নির্দেশনা
বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি

প্রকাশ
জুন ২০১৯

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন
এ কে এম হারুন আল রশিদ

সহযোগিতা
আইসিআরসি
আইএফআরসি
আমেরিকান রেড ক্রস
ব্রিটিশ রেড ক্রস
জার্মান রেড ক্রস

প্রচ্ছদ ও ডিজাইন
রণজিত রায়

মুদ্রণ
সিটি আর্ট প্রেস